বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১৪-২০১৫

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১৩-২০১৪

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৫	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৪৪
৬	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	৪৫-৪৮
৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪৮
৮	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর এডিশনাল ফাংশন্স (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৪/০১/১৪২৫ বাং
১৭/০৪/২০১৮ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর ২০১৩ এবং তদপূর্ববর্তী সালের হিসাব ও আর্থিক কর্মকান্ড বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের লেনদেন ও আয় ব্যয়ের অংশ বিশেষ মাত্র। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়ম সমূহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলি সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুনগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

.....বঃ
তারিখঃ_____
.....খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

গ

Abbreviation & Glossary

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১	Acceptance	=	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
২	BTB(বিটিবি) LC	=	Back To Back LC	রপ্তানির বিপরীতে আমদানীর যে ঋণপত্র খোলা হয়।
৩	BRPD(বিআরপিডি)	=	Banking Regulation Policy Department	-
৪	BMRE (বিএমআরই)	=	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।
৫	C.C (HYPO)	=	Cash Credit (Hypothecation)	ব্যবসার জন্য দেয় ঋণের বিপরীতে কমপক্ষে ১.৫ গুণ সম্পত্তি বন্ধকীকরণ দলিল।
৬	CC (Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ও ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে দেয় ঋণ সুবিধা।
৭	CF	=	Cost of Fund	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নামই Cost of Fund । Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
৮	CIB(সিআইবি)	=	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
	CRG(সিআরজি)	=	Credit Risk Grading	ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ন্যুনতম সিআরজি ৭৫% থাকতে হবে।
৯	DA (ডিএ)	=	Document against Acceptance	এক ব্যাংক শাখা অন্য ব্যাংক শাখার উপর স্থানীয় এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance ব্যাখ্যা দিতে হয়
১০	DEFERED LC (ডেফার্ড এলসি)	=	-	বিশেষ ধরণের ঋণপত্র।
১১	DFC	=	Deposit of Foreign Currency	গ্রাহক এবং ব্যাংকের যৌথ সম্মতিতে বৈদেশিক লেনদেন পরিশোধকল্পে গ্রাহকের অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রা গচ্ছিত রাখে।
১২	EEF(ইইএফ)	=	Equity and Entreprenеurship Fund	উদ্যোক্তা তৈরীতে সমমূলধনী সহায়তা তহবিল। কৃষি ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের জন্য দেয়া হয়।
১৩	ETP(ইটিপি)	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
১৪	ECC (ইসিসি)	=	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা।
১৫	FBPN(এফবিপিএন)	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
১৭	FBP(এফবিপি)	=	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি মুল্য প্রত্যাবাসিত না হলে স্থানীয় ব্যাংক বিদেশী ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে দায় সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়।

১৮	FC Account (এফসি একাউন্ট)	=	Foreign Currency Account	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে FC Account খুলতে হয়।
১৬	FDBP(এফডিবিপি)	=	Foreign Document Bill Purchase	রপ্তানী কার্যক্রম সম্পাদনের পর ব্যাংক কর্তৃক ডকুমেন্টের ভিত্তিতে যে বিল ক্রয় করা হয়।
১৯	FTD (এফটিডি)	=	Foreign Trade Department	ব্যাংকের যে শাখায় আমদানী-রপ্তানী কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।
২০	FL/DL (ফোর্সড লোন/ডিমান্ড লোন)	=	Force Loan /Demand Loan	রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে আমদানীকৃত মালামালের মূল্য ডিমান্ড লোন বা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে রপ্তানীকারককে পরিশোধ করা হয়।
২১	FL	=	Funded liability	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:-সিসি (হাইপো), সিসি (প্লেজ), প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ, গৃহনির্মাণ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ, ওডি, এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন:- আমদানি ঋণ, লিম, এলটিআর, পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)।
২২	IDCP(আইডিসিপি)	=	Interest During Construction Period	-
২৩	IFDBC(আইএফডিবিসি)	=	Inward Foreign Documentary Bill For Collection	পণ্য আমদানী করার জন্য স্থাপিত এলসির ডকুমেন্টের যে দায় পরিশোধের অপেক্ষায় রয়েছে।
২৪	IIDFC(আইআইডিএফসি)	=	Industrial and Infrastructure Development Finance Company	একটি লিজিং কোম্পানী।
২৫	ILC(আইএলসি)	=	Inland Letter of Credit	অভ্যন্তরীন বাণিজ্যের জন্য ঋণপত্র খোলা
২৬	LDBP (এলডিবিপি)	=	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
২৭	LTR(এলটিআর)	=	Loan Against Trust Receipts	ব্যাংকের বিশ্বস্থ গ্রাহককে আমদানিকৃত পন্যের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ। ঋণের বিপরীতে যাদের মূল্যবান জামানত বন্ধক আছে তাদেরকে এই সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।
২৮	LIM (লিম)	=	Loan Against Imported Merchandise	আমদানিকৃত পন্যের বিপরীতে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রনাধীন গুদামে রক্ষিত মালামালের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ।
২৯	LC (এলসি)	=	Letter of Credit	বৈদেশিক বানিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি একটি Non-funded financing ইস্যুকারী ব্যাংকের অথ্য পরিশোধের অঙ্গীকারনামা।
৩০	Non-funded liability	=	-	ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিত অঙ্গীকারকৃত সকল দায়।

৩১	NOSTRO	=	A nostro Account is our Account in a different Country	Nostro ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ "আপনার সাথে আমাদের" হিসাব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেন করার জন্য প্রত্যেক বাণিজ্যিক ব্যাংককে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মুদ্রায় অন্য ব্যাংকের সাথে এই হিসাব পরিচালনা করতে হয়। ব্যাংকসমূহ সাধারণত যে সব মুদ্রায় আন্তর্জাতিক লেনদেন বা ঋণপত্র খুলে থাকে, সে সব মুদ্রা যে দেশের সে দেশেই এই হিসাবসমূহ খুলতে হয়।
৩২	NI Act 1881 (এন,আই, এ্যাক্ট ১৮৮১)	=	Negotiable Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonoured) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
৩৩	PAD(পিএডি)	=	Payment Against Document	আমদানি পণ্যের ডকুমেন্টের বিপরীতে সৃষ্ট দায়। ঋণপত্র যেহেতু ইসুকারী ব্যাংকের অর্থ পরিশোধের অঙ্গীকার,তাই ব্যাংক এই PAD খাত Debit করে বিদেশী ব্যাংকের বিল মূল্য পরিশোধ করে।
৩৪	PC (পিসি)	=	Packing Credit	পোশাক রপ্তানিখাতে প্রাক জাহাজীকরণ অর্থায়নে যে ঋণ দেয়া হয়ে থাকে তা হলো (Packing Credit) প্যাকিং ক্রেডিট।
৩৫	PCC (পিসিসি)	=	Packing Cash Credit	ট্যানারী/চামড়া রপ্তানী পূর্ব ঋণ সুবিধা। রপ্তানীযোগ্য পণ্য ব্যাংকের নিকট বন্ধকের বিপরীতে গ্রাহককে ব্যাংক কর্তৃক এ ধরনের সুবিধা প্রদান করা হয়।
৩৬	PSC(পিএসসি)	=	Pre-Shipment Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর ক্ষেত্রে রপ্তানী পূর্ব ঋণ সুবিধা। রপ্তানী ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের ৯০% পর্যন্ত এই ঋণ সুবিধা প্রদান করা যায়।
৩৭	STL(এসটিএল)	=	Short term loan	স্বল্প মেয়াদী মঞ্জুরীকৃত ঋণ। যে ঋণের মেয়াদ সাধারণত ৩ মাস থেকে ৬ মাস তবে অনেক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক বছর মেয়াদের হয়।
৩৮	SOD(এসওডি)	=	Secured Over Draft	আমানতের বিপরীতে মঞ্জুরীকৃত ঋণ।
৩৯	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
৪০	পুনঃ তফসিল	=	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
৪১	ডাউন পেমেন্ট	=	-	পুনঃ তফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
৪২	আরোপিত সুদ	=	-	নিয়মিত সময়কালে ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
৪৩	অনারোপিত সুদ	=	-	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
৪৪	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	=	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারনত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ

				না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
৪৫	UCPDC	=	Uniform Customs and Practices for Documentary Credit	আমদানী-রপ্তানী ব্যবসার আন্তর্জাতিক বিধিবদ্ধ নীতিমালা। ১৯৩৩ সালে আইসিসি সর্বপ্রথম এটির প্রচলন করে। এটি কোন আইন নয়,এটি সমন্বিত প্রথা ও রীতি। কিন্তু আইন স্বীকৃতি দিয়েছে বিধায় সদস্যভুক্ত দেশগুলো উহা পরিপালনের প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে কোন দেশের আইনের সাথে UCP সাংঘর্ষিক হলে দেশের আইনই সেখানে কার্যকর হবে।
৪৬	Xpb (Head of Accounts)	=	-	এক ধরনের একাউন্ট নাম্বার।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	মুন গ্রুপভুক্ত কোম্পানিসমূহে বিতরণকৃত সাধারণ গৃহ নির্মাণ(বাণিজ্যিক) ঋণ, প্রকল্প ঋণ,সিসি হাইপো ঋণ ও ডিমান্ড লোনের টাকা আদায় ঝুঁকিপূর্ণ।	২৩৫,৯০,০০,০০০
২	শর্তানুযায়ী ব্যাংক গ্রাহকের প্রকল্পে অর্থায়ন সম্পূর্ণ করলেও গ্রাহকের নিকট হতে প্রকল্প ও সিসি হাইপো ঋণসহ এলটিআর ও ডিমান্ড লোনের সুবিধা প্রদান করেও সমুদয় ঋণ আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।	৫৪,৯০,৯৬,০০০
৩	বিতরণকৃত বিএমআরই দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, চলতি মূলধন হাইপো ও প্লেজ ঋণ আদায়ে ব্যর্থতায় মন্দ/কু মানে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৪২,৯২,৮৫,০০০
৪	৩টি শাখায় জালিয়াতি ও আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১,৮১,৮৪,৪৬৩
৫	গ্রাহকের বেসিক ব্যাংকের দায়ের ৮০% অধিগ্রহণসহ নতুন চলতি মূলধন ঋণ প্রদান করে দায় বৃদ্ধি এবং তা আদায়ে ব্যর্থতায় মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত জামানত অপেক্ষা বেশি দায় আদায়	৩৪,৭০,২১,০০০
৬	[illegible] ডেইরী এন্ড বিফ ফ্যাটেনিং (প্রাঃ) লিমিটেড নামক অস্তিত্বহীন প্রকল্পে ঋণ প্রদান করায় ব্যাংক তথা সরকারের ক্ষতি।	১,১২,৯৮,০০০
৭	এফ. ডি আর ও ব্যাংকের বিভিন্ন খাত ডেবিট করে টাকা আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৫৮,৯০,৯৮৮
৮	মঞ্জুরীপত্র অনুযায়ী গ্রাহকের বেসরকারি ব্যাংকের বিদ্যমান দায় নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ পরবর্তী প্রকল্পে ঋণ বিতরণের পরিবর্তে বিতরণকৃত ঋণের মাধ্যমেই তা পরিশোধসহ নতুন ঋণ প্রদান করে দায় বৃদ্ধি এবং আদায়ে ব্যর্থতায় মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত দায় অনাদায়ে ব্যাংকের ক্ষতি	৩৩,১০,০২,০০০
৯	শর্তানুযায়ী ব্যাংক গ্রাহকের প্রকল্পে অর্থায়ন সম্পূর্ণ করলেও গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের কোন অর্থই আদায় ব্যতিরেকে পুনঃ তফসিলের সুযোগ প্রদান করেও তা আদায়ে ব্যর্থতায় প্রকল্প ও সিসি হাইপো ঋণের মন্দ/কু মানের শ্রেণিকৃত দায় আদায় অনিশ্চিত।	২৪,৮২,৩৮,০০০
১০	শাখার নতুন গ্রাহককে ২০% মার্জিনে ডেফার্ড এলসি স্থাপনের সুবিধা প্রদান, গ্রাহক কর্তৃক অবশিষ্ট ৮০% অর্থ ফান্ড বিল্ড-আপের পরিবর্তে ফান্ড ডাইভার্ট করায় ২৮,৯১,৭৮৪.৫৫ ইউএস ডলার এর বিপরীতে সৃষ্ট আমদানি দায় জামানত ব্যতিরেকে গ্রাহকের অনুকূলে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হলেও তা আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৮,১৮,৮০,১১৬
১১	গ্রাহকের এনসিসি ব্যাংকের দায় অধিগ্রহণসহ বিএমআরই কল্পে নতুন ঋণ প্রদান করে দায় বৃদ্ধি এবং তা আদায়ে ব্যর্থতায় মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত দায় বন্ধ প্রকল্প থেকে আদায়	১৭,৭১,৯২,০০০
১২	মেয়াদোত্তীর্ণ আমদানী এলসির মাধ্যমে সৃষ্ট লীম এর দায় অনাদায়ী থাকা অবস্থায় পুনরায় লীম সৃষ্টি, সৃষ্টকৃত লীম এর দায় পুনঃ তফসীলের শর্ত মোতাবেক আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের	২১,৮৭,৫৩,৯৪০
১৩	শর্তানুযায়ী ব্যাংক গ্রাহকের প্রকল্পে অর্থায়ন সম্পূর্ণ করলেও গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের কোন অর্থই আদায় ব্যতিরেকে পুন:তফসিলের সুযোগ প্রদান করেও তা আদায়ে ব্যর্থতায় খেলাপী দায় আদায় অনিশ্চিত।	১৪,৬৮,০০,০০০
১৪	বিতরণকৃত দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প ও সিসি হাইপো ঋণ আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত দায় অনাদায়ে ব্যাংকের ক্ষতি।	১৪,২৫,২৮,০০০
১৫	সক্ষম উদ্যোক্তা নির্বাচনে ব্যর্থতায় বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প বন্ধ থাকায় বিতরণকৃত দীর্ঘ মেয়াদী মূলধন ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণ আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত দায় অনাদায়ে ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।	৭,০৬,৩৬,০০০.

১৬	গ্রাহকের এনসিসি ব্যাংকের দায় অধিগ্রহণসহ বিএমআরই কল্পে নতুন ঋণ প্রদান করে দায় বৃদ্ধি এবং তা আদায়ে ব্যর্থতায় মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত দায় আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।	১২,৭৬,৬৪,০০০
১৭	মেয়াদোত্তীর্ণ এলসির দায় অনাদায়ী থাকা অবস্থায় পুনরায় এলসি স্থাপন, উক্ত দায় নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ না করায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের মেয়াদোত্তীর্ণ ও শ্রেণীবিণ্যাসিত দায় পুন তফসীলের পরও আদায়ের ব্যর্থতায় ব্যাংকের অনাদায়ী।	৬,৫৬,৭৩,৭০১
১৮	নতুন গ্রাহকের বেসরকারি দুটি ব্যাংকের বিদ্যমান দায় নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ পরবর্তী ঋণ বিতরণের শর্ত পরিপালন না করেই ঋণ সুবিধা প্রদান এবং পরবর্তীতে বিতরণকৃত ঋণ Call back করার সিদ্ধান্ত হলেও আদায় অনিশ্চিত ।	৪,৬৪,৩৬,০০০
	মোট	৫৪৭,৬৫,৭৯,২০৮

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর ঃ

- ২০১৩ এবং তদপূর্ববর্তী বিভিন্ন সাল সমূহ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ভাটরা শাখা, বগুড়া।	১৬/০৫/১৪ খ্রিঃ হতে ২৫/০৫/১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
২	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বোয়ালজুর শাখা, সিলেট।	২৯/০৯/১৪ খ্রিঃ হতে ০৯/১০/১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	২৪/০৮/১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/১১/১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৪	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।	২৪/০৮/১৪ খ্রিঃ হতে ২২/১০/১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

রিপোর্ট প্রণয়ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধানঃ

- মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-০১।

বিবরণঃ মুন গ্রুপভুক্ত কোম্পানিসমূহে বিতরণকৃত সাধারণ গৃহ নির্মাণ(বাণিজ্যিক) ঋণ, প্রকল্প ঋণ, সিসি হাইপো ঋণ ও ডিমান্ড লোনের ২৩৫৯০.০০ লক্ষ টাকা আদায় ঝুঁকিপূর্ণ।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৪-০৮-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২২-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মুন গ্রুপভুক্ত কোম্পানি-১. এম. আর ট্রেডিংকোং ২. মুন বাংলাদেশ লিমিটেড ৩. মুন ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিংপ্রেস লিমিটেড এর সাধারণ গৃহ নির্মাণ(বাণিজ্যিক) ঋণ, প্রকল্প ঋণ,সিসি হাইপো ঋণ ও ডিমান্ড লোন নথি ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,প্রধান শাখা হতে বিতরণকৃত ঋণের ২৩৫৯০.০০ লক্ষ টাকা আদায় ঝুঁকিপূর্ণ।

১. এম. আর ট্রেডিং কোং

এম আর ট্রেডিং ২৩-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান শাখায় একটি চলতি হিসাব(নং-১৫৩৯৬৬) খুলে ব্যবসা আরম্ভ করে। ডেভলপার এম. আর. ট্রেডিং কোং কর্তৃক ৩৭ দিলকুশাস্থ নির্মাণাধীন বহুতল ভবন *সানমুন স্টার টাওয়ারের* প্লটটির মূল মালিকানা ছিল বিটিএমসির। ০৭-০৭-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং রাজউক/স্টেট/৩১৩৩ মোতাবেক ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (ডিসিসি)এর অনুকূলে নামজারি করে ডিসিসিকে লীজ গ্রহীতা হিসাবে গণ্য করা হয়। ডিসিসি উক্ত প্লটে ২৩ তলা বিশিষ্ট বহুতল কার পার্কিং কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের পদক্ষেপ নিয়ে প্রথম পর্যায়ে নিজস্ব অর্থায়নে ২টি বেজমেন্টসহ মোট ৫টি ফ্লোর নির্মাণ করে ২য় পর্যায়ে বেসরকারি অর্থায়নে অবশিষ্ট ৪তলা হতে ২৩ তলা পর্যন্ত ২০টি ফ্লোর নির্মাণের জন্য এম. আর. ট্রেডিং কোং এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়।

- কিন্তু ঢাকা মহানগর ইমারত(নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী রাজউকের নির্মাণ অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে ডিসিসির অনুমোদনের ভিত্তিতে উক্ত ভবনের ১৪ তলা হতে ২৩ তলা পর্যন্ত ফ্লোর নির্মাণের লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে প্রধান শাখার ১৫-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রাহকের অনুকূলে মঞ্জুর করা হয়।কিন্তু গ্রাহক কর্তৃক সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৮৩৮.০০ লক্ষ টাকা হতে ১০৮৩১.০০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ মোতাবেক ঋণ সীমা বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে পুনরায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে প্রধান শাখার ০৭-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুরিপত্র নং-সাগৃনিঋণ/৯২/১১ এর মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৫০০.০০ লক্ষ মঞ্জুরিপূর্বক ঋণসীমা ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা ৫ বছর মেয়াদে উন্নীত করা হয়।
- ঋণটি ৫(পাঁচ) ধাপে প্রতি ২টি তলার ছাদ ঢালাই ও ফিনিসিং কাজের জন্য ১০০০.০০ লক্ষ হিসাবে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা কাজের অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন সাপেক্ষে বিতরণযোগ্য হবে এবং এমনভাবে ঋণ বিতরণ করা হবে যাতে ঋণের শেষ কিস্তি দ্বারা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় এবং ভবনসমূহ ব্যবহার/বিক্রিযোগ্য হয়।
- মঞ্জুরিকৃত টাকা দ্বারা নির্মাণ কাজ ২ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করে বাসযোগী করে ঋণ বিতরণের পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে ব্যাংকের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের শর্ত থাকলেও এবং ঋণ বিতরণ সম্পন্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে ভবন নির্মাণ কাজ ৪ বছরেও সম্পন্ন হয়নি। ৩০জন ধারণ ক্ষমতার ৮টি লিফট বসানোর উল্লেখ থাকলেও ১২ জন ধারণ ক্ষমতার ৪টি লিফট বসানো হয়েছে। সেন্ট্রাল এসির কাজ হয়নি এবং ফিনিশিং কাজও অসম্পন্ন রয়েছে। এক্ষেত্রে ইক্যুইটির কিস্তি বিনিয়োগের পর ঋণের কিস্তি বিতরণ নিশ্চিত হয়নি।
- ঋণ বিতরণের পর ২৫তম মাস হতে ৬০তম মাসের মধ্যে ঋণ সুদাসলে সম্পূর্ণ পরিশোধ,স্পেস বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ হিসাবে জমা এবং মেয়াদকালের মধ্যে ঋণ হিসাবে সাকুল্য দায় স্থিতি পরিশোধের শর্ত থাকলেও গ্রাহক কর্তৃক কোন স্পেস বিক্রি করতে পারেনি। শুধু মাত্র কয়েকটি ফ্লোর বাংলাদেশ ব্যাংকের ১টি, অগ্রণী ব্যাংকের ৩টি, সোনালী ব্যাংকের ১টি, মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ১টি ও সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার ব্যাংকের ও ১টি ফ্লোর ভাড়া অগ্রিম গ্রহণের ভিত্তিতে ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। শুধু ভাড়ার অর্থ দিয়ে ব্যাংক ঋণ পরিশোধের সম্ভবনা ক্ষীণ।
- বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ভাড়া চুক্তি বাতিল করে এম আর ট্রেডিংকে প্রদত্ত অগ্রিম ১২০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অগ্রণী ব্যাংক প্রধান শাখা কর্তৃক এম আর ট্রেডিং এর পক্ষে ইস্যুকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের অনুরোধ করা হলে অগ্রণী ব্যাংক প্রধান শাখা ২৯-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের অনুকূলে ৮৭৫.০৭ লক্ষ টাকার ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

- গ্রাহকের নিকট হতে কিস্তি আদায় না হওয়ায় ঋণ হিসাবটি ৩০-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখে খেলাপী ঋণে পরিণত হলে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে খেলাপী কিস্তির ১০৪৬.০০ লক্ষ টাকার ১৫% সমান ১৫৭.০০ লক্ষ টাকা ডাউন পেমেন্ট জমা করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণপূর্বক প্রধান শাখার ০৯-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রে কিস্তি পরিশোধের সময় ৩৬ মাস বৃদ্ধি করে (১ম কিস্তি ০১-০১-২০১৫ খ্রিঃ হতে আদায়যোগ্য) মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ১৩-০৬-২০১৯খ্রিঃ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু গ্রাহক ১৮-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রে সাধারণ গৃহ নির্মাণ (বাণিজ্যিক) ঋণ হিসাবটিকে সাধারণ গৃহ ঋণ হিসাবে পরিবর্তন করে ২০ বছরে(৩০-১২-২০৩৩খ্রিঃ পর্যন্ত)পরিশোধের আবেদন করে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঋণের মেয়াদ ১৫ বছরে পুন:তফসিলিকরণের প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ৩৭-০৫-২০১৪খ্রিঃ তারিখের পত্রে উক্ত প্রস্তাব নাকচ করা হলে শাখা গ্রাহককে তা জানিয়ে ০৯-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তীত রাখে কিন্তু গ্রাহক পক্ষ ঋণ পরিশোধ করা হতে বিরত রয়েছে।
- উক্ত ভবনের ৪তলা হতে ১৩তলা পর্যন্ত ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা ন্যাশনাল ব্যাংকের ঋণের বিপরীতে বন্ধককৃত। মূলত রাজউকের অনুমোদন না থাকায় উক্ত ভবনের স্পেস ক্রয়ে ক্রেতাদের অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং ৩০-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণ স্থিতি ৬৮৪০.০০ লক্ষ টাকা আদায় ঝুঁকিপূর্ণ।

২. মুন বাংলাদেশ লিমিটেড

প্রধান শাখার গ্রাহক প্রতিষ্ঠান মুন বাংলাদেশ লিমিটেডের অনুকূলে কল্যাণপুর বাস স্টপেজের সন্নিকটে ২০তলা বিশিষ্ট আবাসিক কাম বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭০০০.০০ লক্ষ টাকার ঋণ ও ইক্যুইটি ৪০:৬০ অনুপাতে ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা সাধারণ গৃহ নির্মাণ(বাণিজ্যিক) ঋণের অতিরিক্ত ৩৩০০.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ১০৮০০.০০ লক্ষটাকা নির্মাণাধীন বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ফ্লোরের অর্ধাংশ বিক্রির শর্তে ৪২মাস নির্মাণ পিরিয়ড ও ১২ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ৮.৫০ বছর মেয়াদে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ০৪-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখে প্রধান শাখার পত্র নং-প্রশা/সাগৃনিঋণ/৮৫/১৩ এর মাধ্যমে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

- উক্ত মঞ্জুরির বিপরীতে রাজউক এর অনুমোদিত নকশা,রাজউক কর্তৃক প্রদত্ত নকশা অনুমোদন সংক্রান্ত পত্র নং-রাজউক/নঅঅ/৩সি/১৯০৪/৯৮/২১০৩ তারিখ:৩০-০৮-১৯৯৮খ্রিঃএর কপি, নকশা অনুমোদনের জন্য ব্যাংকে টাকা জমার রশিদ, দলিল নং-৫০৩১ তারিখ: ১২-১১-১৯৯১ এর মূল কপি এবং বায়া দলিল নং-৭৮৬৬ তারিখ:২২-০৮-১৯৬৬ এর সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ ব্যতীত ৯৪৮০.০০ লক্ষটাকা ঋণ বিতরণ সম্পন্ন করে ০২.০৩.২০১৪খ্রিঃ তারিখে শাখা হতে গ্রাহকের নিকট উল্লিখিত দলিলাদি চাওয়া হলেও অদ্যাবধি গ্রাহক কর্তৃক তা শাখায় জমা করা হয়নি।
- ৩০-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণ স্থিতি ১১৭২৫.০০ লক্ষ টাকা যা ফ্লাট তৈরী ও বিক্রি করে আদায় ঝুঁকিপূর্ণ।

৩. মুন ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং প্রেস লিমিটেড

ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ০৬-১০-২০১৩খ্রিঃ তারিখের প্রধান শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/মুনপ্রিন্টিং/২৩৮/১৩ এর মাধ্যমে গ্রাহক মুন ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং প্রেস লিমিটেড এর অনুকূলে ১৬০৪১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয়ের ওপর ৩৩:৬৭ ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতে ১০ বছর মেয়াদে ৪৩০০.০০ লক্ষ টাকা (ভবন-২৬০০.০০ লক্ষ ও আমদানি যন্ত্রপাতি-১৭ কোটি) এবং ১০০০.০০ লক্ষ টাকা চলতি মূলধন ঋণসহ মোট ৫৩০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

- ১০-১০-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৪-০২-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত ৩২৯৩.০০ লক্ষ টাকা দীর্ঘ মেয়াদী মূলধন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু গ্রাহকের চলতি হিসাব(নং-১০১৬১২৪১) বিবরণী হতে দেখা যায় যে, ৪টি তারিখে ১৯৪০.০০ লক্ষ টাকা চলতি হিসাব হতে এম আর ট্রেডিং এর হিসাবে স্থানান্তর হয়েছে এবং উক্ত হিসাব হতে গ্রুপটির প্রধান ব্যক্তি জনাব আলহাজ্ব মিজানুর রহমান (বর্ণিত ঋণের জামিনদাতা)এর হিসাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ স্থানান্তর হয়েছে। এতে প্রতিয়মান যে, ঋণের অর্থ নির্ধারিত উদ্দ্যেশে ব্যবহার না করে ফান্ড স্থানান্তর (ডাইভার্ট) করা হয়েছে।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা মূল্যের সহযোগী জামানত প্রদান না করলেও এবং প্রকল্পের পিসিআর সম্পন্ন না হলেও চলতি মূলধন ঋণের ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ২৪-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে বিতরণ করা হয়েছে এবং ঋণ বিতরণ পরবর্তী অর্থাৎ ২৮-০৯-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত উক্ত হিসাবে কোন লেনদেন হয়নি।

- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী মাসিক স্টক রিপোর্ট, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র এবং সকল প্রকার ঝুঁকির জন্য বন্ধকীকৃত প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি ও প্রকল্প ভবনের বীমা পলিসি নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। যা ব্যাংক ও কোম্পানি উভয়ের স্বার্থ পরিপন্থী।
- সুতরাং ৩০-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প ঋণের স্থিতি ৩৬২২.০০ লক্ষ এবং চলতি মূলধন ঋণের স্থিতি ৫২৮.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট দায় ৪১৫০.০০ লক্ষ টাকা আদায় ঝুঁকিপূর্ণ।

অনিয়মের কারণ ঃ

- মুন গ্রুপভুক্ত কোম্পানিসমূহে বিতরণকৃত সাধারণ গৃহ নির্মাণ(বাণিজ্যিক) ঋণ, প্রকল্প ঋণ, সিসি হাইপো ঋণ ও ডিমান্ড লোনের ২৩৫৯০.০০ লক্ষ (দুই শত পয়ত্রিশ কোটি নব্বই লক্ষ) টাকা ক্ষতি **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "০১"এ দেয়া হ'ল)**।

ফলাফল ঃ

- মুন গ্রুপভুক্ত কোম্পানিসমূহে বিতরণকৃত সাধারণ গৃহ নির্মাণ(বাণিজ্যিক) ঋণ, প্রকল্প ঋণ, সিসি হাইপো ঋণ ও ডিমান্ড লোনের টাকা আদায় ঝুঁকিপূর্ণ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে,

এম. আর ট্রেডিংকোং-

- ঋণ হিসাবের দায় পুন:তফসিলের প্রেক্ষিতে কিস্তি আদায়যোগ্য হয়নি।যথাসময়ে আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গৃহীত হবে।

মুন বাংলাদেশ লিমিটেড -

- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে ঋণ গ্রহীতাকে গ্রহীত দায় ১৫দিনের মধ্যে সুদসহ পরিশোধের লক্ষ্যে শাখা থেকে তাগাদা প্রদান করা হলে ঋণ গ্রহীতা ঋণ উত্তোলন করা সম্পূর্ণ হয়নি অযুহাতে ঋণ পরিশোধের তাগাদার উপর জর্জকোট থেকে সাময়িক স্থগিতাদেশ জারী করা হয়েছে যা রহিত করণের জন্য ব্যাংক কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মুন ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিংপ্রেস লিমিটেড-

- মঞ্জুরীপ্রত্রের শর্তানুযায়ী এমআর ট্রেডিং কোম্পানীর নামে শাখা কর্তৃক ইতোপূর্বে খোলা ১১,৫০,০০০ মা:ড: মূল্যের প্রিন্টিং মেশিনারী আমদানী করে প্রকল্পে স্থানান্তর করা হয়েছে। সংগৃহীত ১সেট প্রিন্ট্রিং মেশিন চালু রাখা, কাঁচামাল ক্রয় ও অন্যান্য ব্যয় মিটানোর জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা সিসি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ঋণ দায় স্থিতি ৪২৯৪.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে বর্তমান জামানত মূল্য ৬০৮৮.০০ লক্ষ টাকা। সিসি হাইপো ঋণের জন্য অতিরিক্ত ১৫০০.০০ লক্ষ টাকার জমানত প্রদানের অংগীকারনামা নেয়া হয়েছে।ঋণ হিসাবের কিস্তি আদায়যোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- ঋণ বিতরণ সম্পন্ন হলেও শর্তানুযায়ী ভবন নির্মাণ ও ফিনিসিং কাজ সম্পন্ন হয়নি।অর্থাৎ বিতরণকৃত ঋণ অন্যত্র স্থানান্তর করায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।সিসি হাইপো ঋণ বিতরণে মঞ্জুরীপত্রের শর্ত লংঘিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণসহ যথাযথভাবে তদারকির মাধ্যমে স্পেস নির্মাণ ও ফিনিসিং কাজ সম্পন্ন করা যেন সত্বর স্পেস বিক্রি করে ব্যাংকের সমুদয় দায় আদায় নিশ্চিত হয় এবং মামলার অগ্রগতিসহ জবাব অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-০২।

শিরোনাম: শর্তানুযায়ী ব্যাংক গ্রাহকের প্রকল্পে অর্থায়ন সম্পূর্ণ করলেও গ্রাহকের নিকট হতে প্রকল্প ও সিসি হাইপো ঋণসহ এলটিআর ও ডিমান্ড লোনের সুবিধা প্রদান করেও সমুদয় ঋণ আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫৪৯০.৯৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লি:,প্রধান শাখা,মতিঝিল,ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৪-০৮-২০১৪খ্রি: হতে ২২-১০-২০১৪খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে স্বাধীন ডাইং (প্রা:) লিঃ এর প্রকল্প ও সিসি হাইপো ঋণ, ডিমান্ড লোন ও এলটিআর নথি, লোন কার্ড ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- পল্লী বিদ্যুৎ রোড, জারুন, কোনাবাড়ি, গাজীপুরে ১০০% রপ্তানিমুখী একটি নিটিং, ডাইং ফিনিশিং এবং গার্মেন্ট উৎপাদনকারী শিল্প কারখানা স্থাপনকল্পে স্বাধীন ডাইং (প্রা:) লিঃ এর প্রকল্পটি সার্বিক দিক দিয়ে টেকসই বিবেচনায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ০৬-০৯-২০১০ খ্রি: তারিখে প্রধান শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/স্বাধীন/১১৭/১০ এর মাধ্যমে ১০(দশ) বছর মেয়াদে(১২মাস বাস্তবায়ন ও ১২মাস রেয়াতী সময়সহ) ৪২:৫৮ ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতে মোট ২৭০০.০০ লক্ষ টাকা (মেয়াদী মূলধন ঋণ ২৫০০.০০ লক্ষ ও সিসি হাইপো ২০০.০০ লক্ষ) গ্রাহকের অনুকূলে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয় ।
- পরবর্তীতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২২-০৬-২০১১ খ্রি: তারিখে প্রধান শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋণ/স্বাধীন ডাইং/১৫৪/২০১১ এর মাধ্যমে অতিরিক্ত পূর্ত খাতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকার মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করা হয় এবং মেয়াদী ঋণ ১৫-০২-২০১১ খ্রি: হতে ২০-১০-২০১১ খ্রি: পর্যন্ত ও সিসি হাইপো ঋণ ১৫-০৯-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৯-১১-২০১১ খ্রি: সময়ে বিতরণ সম্পন্ন করা হয়।
- কিন্তু গ্রাহকের মেয়াদী মূলধন ঋণ হিসাবে ১৫-০৫-২০১৩ খ্রি: হতে এবং অতিরিক্ত মূলধন ঋণ হিসাবে ২৬.০৯.২০১৩খ্রি: হতে ১ম ত্রৈমাসিক কিস্তি আদায়যোগ্য হলেও ১৫-১০-২০১৪ খ্রি: পর্যন্ত গ্রাহক কর্তৃক ঋণ হিসাবে কোন অর্থই জমা করা হয়নি।
- প্রকল্প ঋণের বাস্তবায়নকালীন ও রেয়াতী সময়ের সুদ নির্ণীত হলেও তা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধের শর্ত থাকলেও গ্রাহক কর্তৃক কোন অর্থই পরিশোধ করা হয়নি।
- পর্ষদ কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ১০% মার্জিনে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণপত্র সীমা ও ২০% মার্জিনে(এলসি খোলার সময় ১০% ও ডকুমেন্ট ছাড়করণের সময় ১০%) ১০০.০০ লক্ষ টাকা ৯০ দিন মেয়াদে এলটিআর সুবিধার আওতায় গ্রাহক কাঁচামাল আমদানির লক্ষ্যে স্থানীয়/বৈদেশিক ঋণপত্র খোলে।
- কিন্তু গ্রাহক কর্তৃক স্থানীয়/বৈদেশিক আমদানি(ক্যাশ) ঋণপত্রের বিপরীতে আইএফবিসি দায় পরিশোধ না করায় মেয়াদোত্তীর্ণ দায়সমূহ ০৩-০৫-২০১২ খ্রি: ও ০৯-০৫-২০১২ খ্রি: তারিখে গ্রাহকের অনুকূলে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে সরবরাহকারীর ব্যাংক এ বিলমূল্য পরিশোধ করা হলেও গ্রাহক উক্ত দায় পরিশোধ না করায় ৩১-০৮-২০১৪ খ্রি: তারিখে ডিমান্ড লোনের স্থিতি ৩৬৫.৫৩ লক্ষ টাকা মন্দ/কূ মানে শ্রেণীকৃত ।
- বিদেশ হতে কেমিক্যাল আমদানির লক্ষ্যে স্থাপিত ৩টি সাইট ঋণপত্রের(নং০০০১/১২/০১/০০১৬ তারিখ: ০৯-০১-২০১২খ্রিঃ, নং০০০১/১২/০১/০০১৭ তারিখ:০৯-০১-২০১২ খ্রিঃ এবং নং০০০১/১২/০১/০০২১ তারিখ: ১১-০১-২০১২ খ্রিঃ) মার্জিন অবশিষ্ট অর্থ ৯০দিন মেয়াদে ১৯-০২-২০১২খ্রি:,২৭-০২-২০১২খ্রি: ও ১৩-০৩-২০১২খ্রি: তারিখে গ্রাহকের অনুকূলে এলটিআর সৃষ্টি করা হলেও গ্রাহক কর্তৃক তা পরিশোধ না করায় ৩১-০৮-২০১৪ খ্রি: তারিখে এলটিআর দায় স্থিতি ৭৮,০৫,৬০১.৪৩ টাকা মন্দ/কূ মানে শ্রেণীকৃত ।
- সিসি হাইপো ঋণ হিসাবটি ২৫-০১-২০১২খ্রি: তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও গ্রাহক কর্তৃক তা নবায়ন করা হয়নি এবং কোন লেনদেনও করা হয়নি। ৩১-০৮-২০১৪ খ্রি: তারিখে সিসি হিসাবে সীমাতিরিক্তসহ মেয়াদোত্তীর্ণ দায় স্থিতি ৩০২.৪৫ লক্ষ টাকা মন্দ/কূ মানে শ্রেণীকৃত।
- সকল প্রকার ঝুঁকির জন্য বন্ধকীকৃত প্লান্ট,যন্ত্রপাতি,মালামাল ও প্রকল্প ভবনের বীমা পলিসি নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। গ্রাহক ১২-০১-২০১৪ খ্রি: তারিখের পত্রে কারখানায় অগ্নিকান্ডে ৫৫-৬০ কোটি টাকা ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ে ব্যাংককে অবহিত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন এবং পত্রের সাথে থানার জিডির কপি ও দৈনিক পত্রিকার কাটিং সংযুক্ত করলেও ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক নিরূপিত প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং বীমা দাবীর বিষয়টি উল্লেখ করেননি।ব্যাংক হতে এ বিষয়ে কোন পরিদর্শন প্রতিবেদন ও তথ্যাদি চেয়ে পত্রাদি প্রেরণের প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

- এলটিআর ও ডিমান্ড লোন এর বিপরীতে গৃহীত চেকসমূহ ১৪-০৬-২০১২খ্রিঃ ও ১৬-০১-২০১৩খ্রিঃ তারিখে ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে তহবিল স্বল্পতার কারণে ফেরত আসে। এ বিষয়ে ২৯-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখে গ্রাহককে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করে এনআই এ্যাক্টের আওতায় মামলা (নং২৩৮৭/২০১৩) দায়ের করা হয়েছে।
- ৩১-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের হিসাব অনুযায়ী মেয়াদী ঋণের স্থিতি ৩৯৫০.১৭ লক্ষ ও ৭৯৪.৭৫ লক্ষ, সিসি হাইপো ঋণের স্থিতি ৩০২.৪৫ লক্ষ, ডিমান্ড লোনের স্থিতি ৩৬৫.৫৩ লক্ষ ও এলটিআর দায় স্থিতি ৭৮.০৬ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৫৪৯০.৯৬ লক্ষ (চুয়ান্ন কোটি নব্বই লক্ষ ছিয়ান্নব্বই হাজার) টাকা খেলাপী দায় আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "০২"এ দেয়া হ'ল)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ঋণ পরিশোধে গ্রাহকের চরম অসহযোগিতা এবং ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পর্যাপ্ত উদ্যোগের অভাব।

ফলাফল ঃ

- সমুদয় ঋণ আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, ঋণ হিসাবটি শ্রেণীকরণ না করার জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করে। ঋণ গ্রহীতার পক্ষে রায় হওয়ায় ব্যাংক কর্তৃক লীভ টু আপীল (নং-১৮৯৭/২০১৪) করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সত্বর সমুদয় দায় আদায়কল্পে মামলা নিষ্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ ঋণের অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩।

শিরোনামঃ বিতরণকৃত বিএমআরই দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, চলতি মূলধন হাইপো ও প্লেজ ঋণ আদায়ে ব্যর্থতায় মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪২৯২.৮৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৪-০৮-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২২-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ফেরদাউস জুট মিলস্ লিমিটেড এর প্রকল্প ও সিসি ঋণ নথি এবং লোন কার্ড পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রধান শাখার ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান ফেরদাউস জুট মিলস্ লিমিটেড এর ১ম বিএমআরই দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ০১-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রধান শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/ফেরদাউস জুট/ ১০৬/১০ এর মাধ্যমে ১০(দশ) বছর মেয়াদে (১২মাস বাস্তবায়ন ও ১২মাস রেয়াতী সময়সহ) ৯০০.০০ লক্ষ টাকা গ্রাহকের অনুকূলে মঞ্জুর করা হয় এবং ঋণটি ২১-০৭-২০১০ খ্রিঃ হতে ১২-১০-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিতরণ সম্পন্ন করা হয়।
    - মঞ্জুরীপত্রে ৩২টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে মেয়াদী ঋণ বিতরণের ১ম তারিখের ২৭তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। কিন্তু শর্তানুযায়ী কিস্তি প্রতি ৬৩.৩০ লক্ষ টাকা ২০-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে (১ম কিস্তি) আদায়যোগ্য হলেও গ্রাহক কর্তৃক কখনই নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করা হয়নি, ফলে ৩১-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১০টি কিস্তি বাবদ আদায়যোগ্য ৬৩৩.০১ লক্ষ টাকার মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে মাত্র ১১৫.২৫ লক্ষ টাকা।
    - ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ১১-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রধান শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋণ/সিসি/১১০/২০১২ এর মাধ্যমে বিদ্যমান সিসি হাইপো সীমা ১৫০.০০ লক্ষ ও প্লেজ সীমা ১৮০০.০০ লক্ষ টাকা ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ মেয়াদে গ্রাহকের অনুকূলে নবায়ন মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।
    - সিসি হাইপো ঋণ ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও তা নবায়ন করা হয়নি। সীমাতিরিক্ত সিসি দায় দীর্ঘদিনেও গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ না করায় ২৭-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্তসহ সিসি হাইপো দায় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২১৫.২৬ লক্ষ টাকা।
    - সিসি প্লেজ হিসাবটি ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও তা নবায়ন করা হয়নি। ৩১-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত সিসি প্লেজ দায় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২৩৩৪.১৯ লক্ষ টাকা।শর্তানুযায়ী সিসি প্লেজ হিসাবে বিদ্যমান ঋণাংকের জন্য ১:১ হিসাবে যোগ্য জামানত নবায়নের (১১-১০-২০১২খ্রিঃ)২ বছরের মধ্যে বিল্ড আপ নিশ্চিত করা হয়নি।প্লেজকৃত মালামালের গুণগত অবস্থাসহ হালনাগাদ মজুদ অবস্থার পরিদর্শন প্রতিবেদন নথিতে পাওয়া যায়নি।
    - সিসি ব্লকড হিসাবে আদায়যোগ্য ৮৫৬.৮০ লক্ষ টাকার মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক ৬৮৫.০৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করায় ওভারডিউ রয়েছে ১৭১.৭৫ লক্ষ টাকা।উল্লেখ্য, সিসি ব্লকড এর মঞ্জুরীপত্র নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।
    - বীমা পলিসি গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।ফলে হাইপো ও প্লেজকৃত মালামালসহ প্রকল্পের সম্পদ বীমাহীন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। যা ব্যাংক ও কোম্পানী উভয়ের স্বার্থ পরিপন্থী।
    - ৩১-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের হিসাব অনুযায়ী প্রকল্প, সিসি হাইপো ও প্লেজ এবং সিসি ব্লকড ঋণের স্থিতি যথাক্রমে ১৪০৬.৬৭ লক্ষ, ২২৭.৬৭ লক্ষ ও ২৪৩১.৩১ লক্ষ এবং ২২৭.১৩ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৪২৯২.৮৫ (বিয়াল্লিশ কোটি বিরানব্বই লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকা মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত দায় অনাদায়ে ব্যাকের ক্ষতি **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "০৩"এ দেয়া হ'ল)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ঋণ পরিশোধে গ্রাহকের অনীহা।
- প্লেজকৃত মালামালের গুনগত অবস্থাসহ হালনাগাদ মজুদ অবস্থা না জানা।
- প্রকল্পের সম্পদ বীমার আওতায় না আনা।

ফলাফল ঃ

- সিসি হাইপো ও প্লেজ এবং সিসি ব্লকড ঋণের স্থিতি মন্দ/কূ মানে শ্রেণীকৃত দায় অনাদায়ে ব্যাকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, খেলাপী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে ১১-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণসহ মামলা দায়েরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- সত্বর সমুদয় ঋণ আদায় করত: অডিটকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৪।

শিরোনাম ঃ শাখায় জালিয়াতি ও আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৮১.৮৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৪-০৯-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ব্রাঞ্চ এন্ড সাবসিডিয়ারিজ ইউনিট কন্ট্রোল ডিভিশন এর জাল/জালিয়াতি সংক্রান্ত জানুয়ারি/২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- অগ্রণী ব্যাংকের পাবনার ত্রিমোহনী শাখার অফিসার (বিমোচক) কর্তৃক নিজেই গ্রাহকের স্বাক্ষর জাল করে চেক ইস্যু করে বিভিন্ন সময়ে গ্রাহকের ৭,৯৪,০০০ টাকা আত্মসাৎ করেন। ০২.০৬.২০১৩খ্রিঃ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী উল্লিখিত অর্থের মধ্যে মাত্র ৯০,০০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। অবশিষ্ট (৭৯৪০০০-৯০,০০০) টাকা=৭,০৪,০০০ টাকা অদ্যাবধি আদায় হয়নি। অর্থ আদায়ের জন্য অর্থ মামলা দায়ের করা হয়নি এবং অভিযুক্ত অফিসারকে বরখাস্ত করা হয়নি।
- শেরাটন হোটেল, কর্পোরেট শাখা, ঢাকার সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহক ডাঃ এ এম আকরামুল ইসলাম,হিসাব নং-৪৫৫৮৩,যার অন লাইন হিসাব নং-০২০০০০০৬১৬০৯৫ এ চেক জালিয়াতির মাধ্যমে ১,৩২,০০০ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে এর জন্য কে বা কারা জড়িত তা চিহ্নিত করা হয়নি এবং কোন মামলাও করা হয়নি। ফলে ব্যাংকের উক্ত ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- মৌলভীবাজার অঞ্চলাধীন শ্রীমঙ্গল শাখায় ২০০৭ সাল থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে লিগাসি সফটওয়্যার(ক্রান্তি) এর মাধ্যমে ১৬টি সঞ্চয়ী হিসাব এবং ৩টি চলতি হিসাবের মাধ্যমে ক্রান্তি সফটওয়্যারে এডিট, ডিলিট, ভূয়া জমা করে এবং স্বাক্ষর নকল করে চেকের মাধ্যমে ১,৭৫,৪৮,৪৬৩ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। ৩০.৩.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী উক্ত শাখার সিনিয়র অফিসার জনাব জাকারিয়া লস্করের সংশ্লিষ্টতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ায় তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এবং মামলা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জনাব জাকারিয়া লস্কর কর্তৃক ২,০০,০০০ টাকা জমা করা হয়েছে।দায়িত্বে অবহেলার জন্য অন্য কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অবশিষ্ট (১,৭৫,৪৮,৪৬৩-২,০০,০০০)=১,৭৩,৪৮,৪৬৩ টাকা অদ্যাবধি আদায় হয়নি।
- ফলে ৩টি শাখার জালিয়াতি ও আত্মসাৎ সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় ব্যাংকের সর্বমোট (৭,০৪,০০০+ ১,৩২,০০০+ ১,৭৩,৪৮,৪৬৩) =১,৮১,৮৪,৪৬৩ (এক কোটি একাশি লক্ষ চুরাশি হাজার চার শত তেষট্টি) টাকা ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়।

অনিয়মের কারণ ঃ

- শাখার আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- শাখা ব্যবস্থাপকের তদারকী ও প্রশাসনিক দুর্বলতা।

ফলাফল ঃ

- শাখায় জালিয়াতি ও আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, অগ্রণী ব্যাংকের পাবনার ত্রিমোহনী শাখার ৭,৯৪,০০০ টাকা আদায় করা হয়েছে এবং অভিযুক্ত অফিসারকে বরখাস্ত করা হয়েছে। শেরাটন হোটেল কর্পোরেট শাখা, ঢাকার ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে রমনা থানায় এফআইআর করা হয়েছে এবং বর্তমানে মামলাটি সিআইডিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। মৌলভীবাজার অঞ্চলাধীন শ্রীমঙ্গল শাখায় আত্মসাতের ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে বরখাস্ত ও মামলা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- মামলা নিবীড় তদারকির মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তি করে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করত: প্রমাণকসহ অডিটকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৫।

শিরোনাম ঃ গ্রাহকের বেসিক ব্যাংকের দায়ের ৮০% অধিগ্রহণসহ নতুন চলতি মূলধন ঋণ প্রদান করে দায় বৃদ্ধি এবং তা আদায়ে ব্যর্থতায় মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত জামানত অপেক্ষা বেশি দায় ৩৪৭০.২১ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৪-০৮-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২২-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে স্কাইল্যান্ড এন্ড ফ্যাম লিমিটেড এর জুট স্পিনিং ও জুট স্পিনিং ও জুট উইভিং শিল্প কারখানার প্রকল্প ও সিসি হাইপো ঋণ নথি এবং লোন কার্ড ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ৩০-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রধান শাখার মঞ্জুরীপত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/স্কাইল্যান্ড/১৩৬/১০ এর মাধ্যমে শাখার ঋণ গ্রহীতা স্কাইল্যান্ড এন্ড ফ্যাম লিমিটেড এর অনুকূলে ১০(দশ) বছর মেয়াদে বেসিক ব্যাংকের বিদ্যমান দায় এর ৮০% বাবদ ১৪৮২.০০ লক্ষ (মেয়াদী ঋণ ১২৪২.০০ লক্ষ + সিসি হাইপো ২৪০.০০ লক্ষ) টাকা অধিগ্রহণ ও নতুন করে ৭০০.০০ লক্ষ (সিসি হাইপো ২০০.০০ লক্ষ + সিসি প্লেজ ৫০০.০০ লক্ষ) টাকাসহ মোট ২১৮২.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। উল্লেখ্য, বেসিক ব্যাংকের দায়ের অবশিষ্ট ২০% গ্রাহকের নিজ উৎস হতে পরিশোধযোগ্য।
- মঞ্জুরীপত্রে বেসিক ব্যাংকের দায় ১৪৮২.০০ লক্ষ টাকা হস্তান্তরের ৩(তিন)মাস পর প্রথম কিস্তি আদায়যোগ্য ধরে ৪০টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য এবং চলতি মূলধন ঋণ(সিসি হাইপো ও প্লেজ) ১ম বিতরণের তারিখ হতে ১২মাসের মধ্যে পরিশোধের শর্তারোপ করা হয়।
- শর্তানুযায়ী গ্রাহকের দায় অধিগ্রহণের নিমিত্ত শাখা কর্তৃক ১২-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখে পে-অর্ডার নং চঙঅ-০৩১১২৮৬ এর মাধ্যমে ১৪৮২.০০ লক্ষ টাকা গ্রাহকের দীর্ঘমেয়াদী মূলধন হিসাব ডেবিট করে বেসিক ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়।
- কিন্তু গ্রাহকের দীর্ঘমেয়াদী মূলধন ঋণ হিসাবে কিস্তি প্রতি ৫৫.৯২ লক্ষ টাকা হিসেবে আদায়যোগ্য ১২ কিস্তি(১ম কিস্তি আদায়যোগ্য ১১-০৮-২০১১ খ্রিঃ হতে) বাবদ ৬৭১.১০ লক্ষ টাকার মধ্যে পুন:তফসিলের সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে গ্রাহক কর্তৃক মাত্র ৬৬.৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে ।
- গ্রাহকের দীর্ঘমেয়াদী মূলধন ঋণ হিসাবে ১ম কিস্তি বকেয়া থাকা অবস্থায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রধান শাখার ০১-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-প্রশা/ঋণ/সিসি/১৬৯/১১ এর মাধ্যমে গ্রাহকের পূর্বে মঞ্জুরীকৃত সিসি হাইপো ঋণ সীমা ৪৪০.০০ লক্ষ টাকা হতে ৫৫০.০০ লক্ষ টাকায় বর্ধিতকরণ এবং সিসি প্লেজ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা হতে ৮০০.০০ লক্ষ টাকায় বর্ধিতকরণসহ ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন মঞ্জুরী করা হয়।
- ডিসেম্বর/২০১১ মাসের মধ্যেই সিসি হাইপো বর্ধিত সীমায় ঋণ বিতরণ করা হয় এবং মঞ্জুরীপত্রের ২(খ) শর্তানুযায়ী সিসি হাইপো ঋণের জন্য ৮৩ শতাংশ ভূমি(৩য় পক্ষীয় মালিকানা) বন্ধকী সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ঋণের আদায়যোগ্য কিস্তি ৫৬.০০ লক্ষ টাকা আদায় নিশ্চিত না করেই সিসি ঋণ বিতরণ করায় মঞ্জুরীপত্রের শর্ত-৯(১৮) লংঘন করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত ঋণ হিসাবে সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় গ্রাহককে লেনদেনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও হিসাবটি নবায়ন করা হয়নি। ফলে ৩১-০৭-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত উক্ত হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত দায় স্থিতি ৮১১.৮৩ লক্ষ টাকা মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত হয়েছে।
- ০১-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখের নবায়ন পত্রে বর্ধিত প্লেজ ঋণের সহায়ক জামানত প্রদান না করায় উক্ত সুবিধা কার্যকর হয়নি।তবে বিদ্যমান ৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্লেজ ঋণের জন্য ৩ বছরের মধ্যে ১:১ অনুপাতে সহায়ক জামানত গ্রহণ নিশ্চিত হয়নি। প্লেজ হিসাবটি ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও নবায়ন করা হয়নি। ফলে ৩১-০৭-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত উক্ত হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত দায় স্থিতি ৭৫৯.৭৩ লক্ষ টাকা মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত হয়েছে।
- প্রকল্পে মোট ১০০০ জনের কর্মসংস্থানের বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও তা নিশ্চিত করা হয়নি এবং গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করে শাখায় জমাদানের জন্য ব্যাংক শাখা হতে ১২-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহককে পত্র প্রেরণ করা হলেও দীর্ঘ দেড় বছরেও তা বাস্তবায়ন হয়নি।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী মাসিক স্টক রিপোর্ট, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র এবং সকল প্রকার ঝুঁকির জন্য বন্ধকীকৃত প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, মালামাল ও প্রকল্প ভবনের বীমা পলিসি নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।

- জামানত রাখা হয় ২৯২৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ঋণের অনাদায়ী স্থিতি ৩৪৭০.২১ লক্ষ টাকা। যা জামানতের চেয়ে অনেক বেশী।
- ৩১-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের হিসাব অনুযায়ী মেয়াদী ঋণের স্থিতি ১৮৯৮.৬৫ লক্ষটাকা, সিসি হাইপো ঋণের স্থিতি ৮১১.৮৩ লক্ষ টাকা ও সিসি প্লেজ ঋণের স্থিতি ৭৫৯.৭৩ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৩৪৭০.২১ লক্ষ (চৌত্রিশ কোটি সত্তর লক্ষ একুশ হাজার) টাকা দায় আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "০৪"এ দেয়া হ'ল)।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ঋণ পরিশোধে গ্রাহকের অনীহা।
- ঋণের দায় স্থিতি অপেক্ষা জামানত কম রাখা।

ফলাফল ঃ

- মেয়াদী ঋণের স্থিতি, সিসি হাইপো ঋণের স্থিতি, সিসি প্লেজ ঋণের স্থিতি অপেক্ষা বেশী খেলাপী দায় আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, প্লেজকৃত মালামাল জামানত হিসেবে গণ্য হওয়ায় মঞ্জুরিকৃত ঋণের জামানত ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী বিদ্যমান ছিল, তবে পরবর্তীতে সুদারোপের ফলে দায় বৃদ্ধি পায়। ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সর্বশেষ পাট খাতে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার মোতাবেক ব্লক একাউন্ট সুবিধার লক্ষ্যে গ্রাহকের আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- মামলা নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তি করে ঋণের অর্থ আদায় করে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৬

শিরোনামঃ নর্থ বেঙ্গল ডেইরী এন্ড বিফ ফ্যাটেনিং (প্রাঃ) লিমিটেড নামক অস্তিত্বহীন প্রকল্পে ঋণ প্রদান করায় ব্যাংক তথা সরকারের ক্ষতি ১১২.৯৮ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ভাটরা শাখা, বগুড়া এর ২০০৮ হতে ২০১৩ সালের হিসাব ১৬-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে, ঋণ মঞ্জুরী পত্র, লেজার ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক নথিপত্র হতে দেখা যায় যে,

- বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলার ভাটরা ইউনিয়নের কোষাশ গ্রামের নর্থ বেঙ্গল ডেইরী এন্ড বিফ ফ্যাটেনিং (প্রাঃ) লিমিটেড এর পর্ষদগণ নতুন হ্যাচারীসহ মৎস্য চাষ প্রকল্পে বিনিয়োগের নিমিত্তে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর নিকট ইইএফ (Equity and Entrepreneurship Fund) সহায়তার জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে আইসিবি, কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করে পুনরায় আবেদনের পরামর্শ প্রদান করেন। তদপ্রেক্ষিতে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ভাটরা শাখা, বগুড়া এর ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন ও মাঠ সহকারী জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন পূর্বক ঋণ মঞ্জুরীর সুপারিশ করেন, যদিও প্রকল্পটি ছিলো ভূয়া।কারণ-
- (ক) প্রকল্পে যে ১০ একর ভূমির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে ১.৪৩ একর জমির মালিকানা দাবী করে একই গ্রামের জনাব মোঃ আজিম উদ্দিন প্রকল্পের চেয়ারম্যান এর বিরুদ্ধে বংলাদেশ ব্যাংক এর গভর্নরের নিকট অভিযোগ দাখিল করেন।
- (খ) নিরীক্ষা দল কর্তৃক বাস্তব যাচাইয়ে ব্যাংকের মুল্যায়ন পত্রে যে জমি, পুকুর ,স্থাপনা, যন্ত্রপাতি,গবাদী পশু, অফিস ভবন ও অন্যান্য সরঞ্জাম এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার কোনটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নাই।
- ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর স্বারক নং- আইসিবি/ইইএফ/৪৯.(০১)/২০১০/৩১৮(ক) তারিখ-২০-১২-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আলোচ্য প্রকল্পে ১১২.৯৮ লক্ষ টাকার সম মূলধন সহায়তা(ইইএফ) মঞ্জুর করা হয়। উক্ত পত্রের ধারা-৭ মোতাবেক মূল্যায়ন অফিস অর্থাৎ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ ভাটরা শাখা, বগুড়া কর্তৃক জমির মূল দলিলসহ অন্যান্য কাগজপত্রের ফটোকপি সংরক্ষণ করতে হবে । ধারা-২৪ মোতাবেক উদ্যোক্তাদের ইক্যুইটি প্রকল্পে সম্পূর্ণ বিনিয়োগ করার পর মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরেজমিন যাচাই করে আইসিবিতে অর্থ ছাড়ের সুপারিশ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে প্রকল্পের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অর্থ ছাড়ের সুপারিশ করা হয়েছে, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম। ধারা-৩১(ঘ) মোতাবেক প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকল্পের অগ্রগতি নির্ধারিত ছকে এবং বৎসরান্তে পরবর্তী চার মাসের মধ্যে তাদের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র ও লাভ ক্ষতির স্থিতির হিসাব মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানে দাখিল করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা করা হয়নি এবং ব্যাংক কর্তৃকও মনিটরিং করা হয়নি।
- ইইএফ (Equity and Entrepreneurship Fund) সার্কুলার নং- ২৯ তারিখ-১৬/০৭/২০০৯ এর ধারা ১১.১০ অনুযায়ী ইইএফ সহায়তার বিপরীতে সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ারের প্রাপ্ত লভ্যাংশের ৭৫% সরকারের পক্ষে আইসিবি এবং ২৫% প্রকল্প মূল্যায়নকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রাপ্য হবে। যেহেতু ধারা-৪ অনুযায়ী আইসিবি ব্যতিত অন্যান্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যেসব প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ (EEF) সহায়তা মঞ্জুরীর সম্পূর্ণ অর্থ ছাড় করা হয়েছে, সেসব প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্তভাবে দায়ী থাকবে। এসব প্রকল্প মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে আইসিবির কোন ভূমিকা না থাকায় সংশ্লিষ্ট কোন দাবী, কাজ, মামলা বা অন্যান্য প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থার জন্য আইসিবি দায়ী থাকবে না।
- উল্লেখ্য যে আধুনিক পদ্ধতিতে কার্প জাতীয় মাছ চাষের নিমিত্তে মোট প্রকল্প ব্যয় ২,৩০,৫৮,০০০ টাকার ৪৯% হিসাবে ১,১২,৯৮,০০০ টাকা ইইএফ সহায়তা হিসাবে মঞ্জুর করা হয় এবং ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক আলোচ্য ব্যাংক হতে বিভিন্ন তারিখে মোট ১,১২,৯৮,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। উক্ত অস্তিত্বহীন ঋণের কোন অর্থ আদায় না হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ আদায়ের নিমিত্তে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় নাই।
- নর্থ বেঙ্গল ডেইরী এন্ড বিফ ফ্যাটেনিং (প্রাঃ) লিমিটেড নামক অস্তিত্বহীন প্রকল্পে ঋণ প্রদান করায় ব্যাংক তথা সরকারের ১,১২,৯৮,০০০ (এক কোটি বার লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকা অনাদায়ী রয়েছে (**যার বিবরণ পরিশিষ্ট "০৫"এ দেয়া হ'ল**)।

অনিয়মের কারণ ঃ

- অস্তিত্বহীন প্রকল্পের ঋণ প্রদানের সুপারিশ করা।
- ঋন আদায়ের নিমিত্তে কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করা।

ফলাফল ঃ

- নর্থ বেঙ্গল ডেইরী এন্ড বিফ ফ্যাটেনিং (প্রাঃ) লিমিটেড নামক অস্তিত্বহীন প্রকল্পে ঋণ প্রদান করায় ব্যাংক তথা সরকারের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, নথি পত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব দেওয়া হবে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব যথাযথ নয়। কারন নথি পত্র যাচাই করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০১-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১০-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিতে জড়িত সমূদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে নিরীক্ষা কে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৭।

শিরোনাম ঃ এফ.ডি.আর ও ব্যাংকের বিভিন্ন খাত ডেবিট করে অর্থ আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫৮.৯১ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বোয়ালজুর শাখা, সিলেট এর ২০০৯ হতে ২০১৩ সালের হিসাব ২৯ -০৯-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৯-১০-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে শাখার বার্ষিক হিসাব বিবরণী, এফ.ডি.আর লেজার, বিভিন্ন খাতের প্রভিশন হিসাব, বকেয়া সুদ হিসাব ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- শাখার কর্মকর্তা জনাব বাবুল পুরকায়স্থ কর্তৃক এফ.ডি.আর প্রভিশন হিসাব ডেবিট করে ১১,৩৫,০০০ টাকা, সঞ্চয় হিসাবের প্রভিশন ডেবিট করে ৫০,০০০ টাকা, বকেয়া সুদ হতে ৮,২৫,০০০ টাকা মোট ২০,১০,০০০ টাকা এবং মেয়াদী আমানত (FDR) নং ৪৭৭৬৭৭/৩২২ হতে ২১,৬৬,৫৯৪ টাকা, সঞ্চয়ী হিসাব নং-৩৩২০ হতে ২,৯০,০০০ টাকা মোট ২৪,৫৭,০৯৪ টাকাসহ সর্বমোট (২০,১০,০০০+২৪,৫৭,০৯৪+ সুদ ১৪,২৩,৮৯৪)=৫৮,৯০,৯৮৮ টাকা ট্রান্সফার ভাউচার ও চেকে উত্তোলন করেছেন। নথিপত্র এবং সংযুক্ত পরিশিষ্ট ও প্রমাণক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চেক পোষ্টিং ও চেক ক্যানসেলেশন উল্লিখিত কর্মকর্তা নিজে করেছেন। তিনি সঞ্চয়ী হিসাব ও এফ.ডি.আর হিসাবের গ্রাহকের স্বাক্ষর কার্ডে (SS Card) স্বাক্ষর পরিবর্তন করে এরূপ অনিয়ম করেছেন। এ বিষয়ে জনাব বাবুল পুরকায়স্থকে জনাব আকন্দ মোঃ আল-আমিন, অফিসার (ক্যাশ) সহযোগীতা করেছেন। শাখার ব্যবস্থাপক সর্বজনাব সুধাংশু রঞ্জন দাস ও মোঃ আবুল মনসুর আলী ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ঐ সময়ে বিদ্যুৎ বিলের গ্রাহকদের জমাকৃত ১,৬৪,৩৪৩ টাকা পল্লী বিদ্যুতের খাতে জমা না করে আত্মসাৎ করেছেন। যার মধ্যে ৮০,০০০ টাকা জমা হয়েছে। অপরদিকে ৪৪,৬৭,০৯৪ টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ৫,৬০,০০০ টাকা জমা করা হয়েছে।ফলে অবশিষ্ট ৫৪,১৫,৩৩১ টাকা সুদসহ তাদের নিকট হতে এককালীন আদায়যোগ্য। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "০৬"এ দেয়া হ'ল)।**

অনিয়মের কারণ ঃ

- শাখা কর্মকর্তার অসততা ।
- শাখা ব্যবস্থাপকের মনিটরিং এর অভাব এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা।

ফলাফল ঃ

- এফ.ডি.আর ও ব্যাংকের বিভিন্ন খাত ডেবিট করে অর্থ আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, বিষয়টি দুদকের তদন্তাধীন রয়েছে। অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৯-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২১-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ২৯-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সমূদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৮।

শিরোনাম ঃ মঞ্জুরীপত্র অনুযায়ী গ্রাহকের বেসরকারি ব্যাংকের বিদ্যমান দায় নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ পরবর্তী প্রকল্পে ঋণ বিতরণের পরিবর্তে বিতরণকৃত ঋণের মাধ্যমেই তা পরিশোধসহ নতুন ঋণ প্রদান করে দায় বৃদ্ধি এবং আদায়ে ব্যর্থতায় মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত দায় ৩৩১০.০২ লক্ষ টাকা অনাদায়ে ব্যাংকের ক্ষতি।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৪-০৮-২০১৪খ্রিঃ হতে ২২-১০-২০১৪খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ক্যাসেন্ড্রা ইয়ার্ন ডাইং লিঃ এর সুতা ডাইং ফিনিশিং শিল্পের প্রকল্প, সিসি হাইপো ও ডিমান্ড লোন নথি, লোন কার্ড ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ব্যাংক পর্ষদ সভার অনুমোদনক্রমে ২৯-০৮-২০১১খ্রিঃ তারিখে প্রধান শাখার মঞ্জুরীপত্র নং-প্রশা/ঋণ/ক্যাসেন্ড্রা/ /১৬৩/২০১১ এর মাধ্যমে শাখার ঋণ গ্রহীতা ক্যাসেন্ড্রা ইয়ার্ন ডাইং লিঃ এর বিদ্যমান দায় ২১২৮.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধ পরবর্তী প্রকল্পের অনুকূলে ০৯(নয়) বছর মেয়াদে ৬০:৪০ ঋণ ইক্যুইটি অনুপাতে ২২৭২.০০ লক্ষ (মেয়াদী ঋণ ১৮০০.০০ লক্ষ + সিসি হাইপো ৪৭২.০০ লক্ষ) টাকা এবং ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা এলসি লিমিট ও ৫০০.০০ লক্ষ টাকা এলটিআরসহ সর্বমোট ৫২৭২.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- মঞ্জুরীপত্রে মেয়াদী মূলধন ঋণ ৩২টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য এবং ঋণের প্রথম কিস্তি ঋণ বিতরণের প্রথম তারিখ হতে ১৫তম মাসে এবং শেষ কিস্তি ১০৮তম মাসে পরিশোধযোগ্য । চলতি মূলধন ঋণ(সিসি হাইপো) ১ম বিতরণের তারিখ হতে ১২মাসের মধ্যে পরিশোধ এবং এলটিআর ৯০ দিন মেয়াদে পরিশোধের শর্তারোপ করা হয়।
- মঞ্জুরীপত্রের বিশেষ শর্ত নং-২৪ মোতাবেক প্রকল্পের অনুকূলে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের বিদ্যমান দায় ২১২৮.০০ লক্ষ টাকা ঋণগ্রহীতা কর্তৃক নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধের ৭ কার্যদিবস পর এ ব্যাংকের ঋণ বিতরণযোগ্য হবে।
- কিন্তু গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জামানত ও বন্ধকী দলিলাদি সম্পাদনের ৭ কর্মদিবস পরে ৩ ধাপে ১৮০০.০০ লক্ষ টাকা গ্রাহকের নিজস্ব উৎসের পরিবর্তে ১৯-০১-২০১২খ্রিঃ, ২৩-০১-২০১২খ্রিঃ ও ২৯-০১-২০১২খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের মেয়াদী মূলধন ঋণ হিসাব ডেবিট করে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংককে পরিশোধ করায় পর্ষদ সভার উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় হয়েছে।
- গ্রাহকের দীর্ঘমেয়াদী মূলধন ঋণ হিসাবে কিস্তি প্রতি ১১৮.৭৭ লক্ষ টাকা হিসেবে আদায়যোগ্য ০৬ কিস্তি (১ম কিস্তি আদায়যোগ্য ১৮-০৪-২০১৩খ্রিঃ হতে) বাবদ ৭১২.৬৩ লক্ষ টাকার মধ্যে গ্রাহকের নিকট হতে ব্যাংক কোন অর্থই আদায় করতে পারেনি।
- গ্রাহকের সিসি হাইপো ঋণ হিসাবে ২৩-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৩-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ৪৭২.০০ লক্ষ টাকা নগদে বিতরণ সম্পন্ন করা হলেও গ্রাহক কর্তৃক ২৩-০৫-২০১২খ্রিঃ হতে ০২-১০-২০১২খ্রিঃ পর্যন্ত ১২ দফায় মাত্র ৩৫.১৪ লক্ষ টাকা নগদে জমা করা হয়েছে এবং ০২-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পর হতে উক্ত হিসাবে আর কোন লেনদেন হয়নি।অর্থাৎ সিসি হিসাবে গ্রাহকের লেনদেন কখনই সন্তোষজনক হয়নি। ২৩-০৪-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও হিসাবটি নবায়ন করা হয়নি। ফলে ৩১-০৭-২০১৪খ্রিঃ পর্যন্ত উক্ত হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত দায় স্থিতি ৬২৭.৫২ লক্ষ টাকা মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত হয়েছে।
- গ্রাহকের অনুকূলে খোলা ঋণপত্র নং-০০০১/১২/৯৯/০০৩৭ তারিখ: ০৫-০৭-২০১২খ্রিঃ ইউএস ডলার ৭০,০০০ এর বিপরীতে মেয়াদোত্তীর্ণ আইএফবিসি দায় গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ না করায় ১৫দিনের মধ্যে সুদসহ সমন্বয়ের শর্তে ২১-০১-২০১৩খ্রিঃ তারিখে ৫০.৭০ লক্ষ টাকার ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে সোসাল ইসলামী ব্যাংক, প্রধান শাখাকে ঋণপত্রের মূল্য পরিশোধ করা হয়।
- কিন্তু গ্রাহক কর্তৃক ডিমান্ড লোনের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ না করলেও গ্রাহকের আবেদনক্রমে শাখার মঞ্জুরীপত্র নং প্রশা/বৈবাবি/ক্যাসেন্ড্রা/২৫৫/২০১৩ তারিখ: ৩০-০৫-২০১৩খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৩৬৫৯.০০ টাকা ১২টি মাসিক কিস্তিতে ১ বছর মেয়াদে পুন:তফসিলিকরণ করা হলেও শর্তানুযায়ী পর পর ৩টি কিস্তি পরিশোধ না করায় উক্ত সুবিধা বাতিলযোগ্য হয়েছে।
- প্রকল্পটি যেহেতু একটি ডাইং কারখানা সেক্ষেত্রে ঋণ বিতরণের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সংগ্রহের আবশ্যকতা থাকলেও তা নিশ্চিত করা হয়নি এবং সকল প্রকার ঝুঁকির জন্য বন্ধকীকৃত প্লান্ট,যন্ত্রপাতি,মালামাল ও প্রকল্প ভবনের বীমা

পলিসির মেয়াদ ২৯-০২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হলেও হালনাগাদ করা হয়নি, যা ব্যাংক ও কোম্পানী উভয়ের স্বার্থ পরিপন্থী।

- সুতরাং বেসরকারি ব্যাংকের দায় অধিগ্রহণসহ নতুন দায় সৃষ্টি এবং ব্যবসার পারফরম্যান্স সন্তোষজনক না হলেও মোট দায় বৃদ্ধি করে তা আদায়ে ব্যর্থতার কারণ নিরীক্ষাকে জানাতে অনুরোধ করা হলো।
- ৩১-০৭-২০১৪খ্রিঃ তারিখের হিসাব অনুযায়ী মেয়াদী ঋণের স্থিতি ২৬৫০.০৬ লক্ষ, সিসি হাইপো ঋণের স্থিতি ৬২৭.৫২ লক্ষ ও ডিমান্ড লোনের স্থিতি ৩২.৪৪ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৩৩১০.০২ (তেত্রিশ কোটি দশ লক্ষ দুই হাজার) টাকা খেলাপী দায় আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "০৭"এ দেয়া হ'ল)।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ঋণ পরিশোধে গ্রাহকের অনীহা।
- গ্রাহক কর্তৃক পূন:তফসীলিকরণ সুবিধা গ্রহন না করা।
- জামানত দ্বারা ঋণ আবৃত্ত না রাখা।

ফলাফল ঃ

- মেয়াদী ঋণের স্থিতি, সিসি হাইপো ঋণের স্থিতি, ডিমান্ড লোনের স্থিতিসহ খেলাপী দায় আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৫-০৪-২০১৪ খ্রি: তারিখে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করা হলেও অর্থ পরিশোধ না করায় ০৯-০৮-২০১৪ খ্রি: তারিখে বন্ধকী সম্পদ বিক্রির জন্য পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং সর্বশেষ মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়মের বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণসহ সমুদয় ঋণ আদায় নিশ্চিত করে অডিটকে জানানো আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ-০৯।

শিরোনাম ঃ ঋণ মঞ্জুরীর শর্তানুযায়ী ব্যাংক গ্রাহকের প্রকল্পে অর্থায়ন সম্পূর্ণ করলেও গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের অর্থ আদায় ব্যতিরেকে পুনঃতফসিলের সুযোগ প্রদান করেও তা আদায়ে ব্যর্থতায় প্রকল্প ও সিসি হাইপো ঋণের কু/মন্দ মানে শ্রেণীকৃত দায় ২৪৮২.৩৮ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লি:, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৪-০৮-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২২-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে জয় কম্পোজিট (প্রাঃ) লিমিটেড এর প্রকল্প ও সিসি হাইপো ঋণ নথি এবং লোন কার্ড, চলতি হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- দক্ষিণ শিলমন্দি, তুলসীপুর, মাধবদী, নরসিংদীতে ১০০% রপ্তাণীমুখী একটি নীট কম্পোজিট গার্মেন্টস. শিল্প কারখানা স্থাপনকল্পে জয় কম্পোজিট (প্রাঃ) লিমিটেড এর প্রকল্পটি সার্বিক দিক দিয়ে ভায়াবেল বিবেচনায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২৫-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রধান শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/৯৭/২০০৯ এর মাধ্যমে ৭(সাত) বছর মেয়াদে (৬মাস বাস্তবায়ন ও ৬মাস রেয়াতী সময়সহ) ৫০:৫০ ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতে মোট ১৫৫০.০০ লক্ষ টাকা (মেয়াদী মূলধন ঋণ ১৩০০.০০ লক্ষ ও সিসি হাইপো ২৫০.০০ লক্ষ)গ্রাহকের অনুকূলে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয় এবং মেয়াদী ঋণ ০৮-১২-২০১০ খ্রিঃ হতে ০৯-১০-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত ও সিসি হাইপো ঋণ ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ সময়ে বিতরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্রে ২৫টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে মেয়াদী ঋণ বিতরণের ১ম তারিখের ১৩তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তিতে পরিশোধ এবং সিসি হাইপো ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ১২মাসের মধ্যে পরিশোধের শর্তারোপ করা হয়। কিন্তু গ্রাহকের মেয়াদী মূলধন ঋণ হিসাবে আদায়যোগ্য ০৫ কিস্তি(১ম কিস্তি আদায়যোগ্য ০৮-০৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে) বাবদ ৬৫১.৯১ লক্ষ টাকার মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক ঋণ হিসাবে কোন অর্থই জমা করা হয়নি। অথচ প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে ০২-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে।
- প্রকল্প ঋণের বাস্তবায়নকালীন ও রেয়াতী সময়ের সুদ নির্ণিত হলেও তা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধের শর্ত থাকলেও গ্রাহক কর্তৃক কোন অর্থই পরিশোধ করা হয়নি।
- একটি কম্পোজিট নীট গার্মেন্টস হিসেবে অনুমোদিত প্রকল্পে গ্যাস সংযোগ না পাওয়ার কারণ দেখিয়ে ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না নিয়েই ডাইং ফিনিশিং সেকশন বাদ দিয়ে নিটিং সেকশন বর্ধিত করে প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী প্রকল্পে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ নিশ্চিত হয়েই ঋণ বিতরণের নিদের্শনা রয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী এলসি মার্জিনসহ অতিরিক্ত ৫০০.০০ লক্ষ টাকা গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকে নগদে জমাকরণ এবং ক্রমান্বয়ে উত্তোলন করে প্রকল্পে বিনিয়োগের নির্দেশনা থাকলেও গ্রাহকের চলতি আমানত হিসাবে (নং-১৪৮৫৪৭)অদ্যাবধি উক্ত অর্থ জমা করা হয়নি। উপরন্তু প্রকল্পের অব্যয়িত ৭১.০০ লক্ষ টাকা ২৩-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে মেয়াদী মূলধন ঋণ হিসাব(নং-২২৭১০) ডেবিট করে গ্রাহকের ব্যক্তিগত চলতি আমানত হিসাবে(নং-৪৯৮৬৮) একই তারিখে স্থানান্তর করে গ্রাহককে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- ২৮-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের হিসাব অনুযায়ী মেয়াদী ঋণের স্থিতি ২০৯০.০০ লক্ষ এবং সিসি হাইপো ঋণের স্থিতি ৩০৯.০০ লক্ষ সর্বমোট ২৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা খেলাপী দায় থাকা অবস্থায় এবং আদায়যোগ্য ডাউন পেমেন্ট ৯৭.৮০ লক্ষ টাকা জমা ব্যতীত ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ব্যাংক পর্ষদ সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে পুন:তফসিল সুবিধা কার্যকর হবে মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় কিন্তু শাখার ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের সিএল বিবরণীতে কিভাবে গ্রাহকের শ্রেণীকৃত দায়কে বিশ্রেণীকরণপূর্বক নিয়মিত দেখানো হলো তা নিরীক্ষায় স্পষ্ট নয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২২-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রে অন্যূন ৫% ডাউন পেমেন্ট নগদে গ্রহণ সাপেক্ষে গ্রাহকের ঋণ হিসাবটির মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করে পুন:তফসিলের অনাপত্তি প্রদান করা হয়।বিষয়টি শাখা কর্তৃক ১৮-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহককে অবহিত করা হলেও গ্রাহক কর্তৃক ঋণ হিসাবে অদ্যাবধি কোন অর্থই জমা করা হয়নি।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী মাসিক স্টক রিপোর্ট, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র এবং সকল প্রকার ঝুঁকির জন্য বন্ধকীকৃত প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, মালামাল ও প্রকল্প ভবনের বীমা পলিসি নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। বীমা পলিসি না থাকা কোম্পানী ও ব্যাংক উভয়ের স্বার্থ পরিপন্থী।

- ৩১-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের হিসাব অনুযায়ী মেয়াদী ঋণের স্থিতি ২১৬০.৪৯ লক্ষ টাকা এবং সিসি হাইপো ঋণের স্থিতি ৩২১.৮৯ লক্ষ টাকা সর্বমোট ২৪৮২.৩৮ (চব্বিশ কোটি বিরাশি লক্ষ আটত্রিশ হাজার) লক্ষ টাকা খেলাপী দায় আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "০৮"এ দেয়া হ'ল)।

অনিয়মের কারণ ঃ

- প্রকল্পের বানিজ্যিক উৎপাদন শুরু হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের ঋণ পরিশোধে অনীহা।
- প্রকল্পে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ ছাড়া ঋণ বিতরন।
- ডাউন পেমেন্ট আদায় না করে ঋণ পূন:তফসীলিকরণ।
- সকল প্রকার বন্দকীকৃত প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি, মালামাল ও প্রকল্প ভবন বীমার আওতায় না আনা।

ফলাফল ঃ

- খেলাপী দায় আদায় না হওয়ায় ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ডাউন পেমেন্ট বাবদ কোন অর্থ জমা করা হয়নি। তবে ঋণের অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- বর্ণিত অনিয়মের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ,সত্বর হিসাবটি নিয়মিতকরণ অথবা সমুদয় ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করত: অডিট কে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১০।

শিরোনাম: শাখার নতুন গ্রাহককে ২০% মার্জিনে ডেফার্ড এলসি স্থাপনের সুবিধা প্রদান, গ্রাহক কর্তৃক অবশিষ্ট ৮০% অর্থ ফান্ড বিল্ড-আপের পরিবর্তে ফান্ড ডাইভার্ট করায় ২৮,৯১,৭৮৪.৫৫ ইউএস ডলার এর বিপরীতে সৃষ্ট আমদানি দায় জামানত ব্যতিরেকে গ্রাহকের অনুকূলে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হলেও তা আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৮১৮.৮০ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লি:, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি: হতে ২২-১০-২০১৪ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সুরুজ মিয়া টেক্সটাইল মিলস এর এলসি নথি ও ডিমান্ড লোন সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- গ্রাহক প্রতিষ্ঠান তুলা আমদানি ও বাজারজাতকরণ(ট্রেডিং) ব্যবসা ২০১৩ সালে আরম্ভ করে ১১-০৪-২০১৩ খ্রি: তারিখে অগ্রণী ব্যাংক প্রধান শাখায় ১.১০ লক্ষ টাকা জমা করে একটি চলতি হিসাব(নং ১৯৪৭১৪২) খোলে এবং ২০% মার্জিনে(এলসি খোলার সময় ১০% এবং ডকুমেন্টস ছাড়করণের সময় ১০%) ভারত ও ক্যামেরুন হতে কাঁচা তুলা আমদানির লক্ষ্যে ২১,৭৭,৫৯৩.৬৫ ইউএস ডলার সমপরিমাণ ১৭১৬.০০ লক্ষ টাকা মূল্যমানের ১৮০ দিন বিলম্বে মূল্য পরিশোধের শর্তে ৩টি ডেফার্ড ভিত্তিক ঋণপত্র স্থাপনের জন্য ২১-০৪-২০১৩ খ্রি: ও ২২-০৪-২০১৩ খ্রি: তারিখে শাখা বরাবর গ্রাহক আবেদন করে।
- গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের প্রত্যাশায় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনক্রমে শাখা কর্তৃক ২৩-০৪-২০১৩ খ্রি: তারিখে ০৩টি ঋণপত্র নং(০০০১/১৩/০২০০৪৬, ০০৪৭ এবং ০০৪৮ খোলা হয়, যা ২৪-০৪-২০১৩ খ্রি: তারিখে ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ৩২২তম সভায় কার্যোত্তর অনুমোদন প্রদান করা হয়। ব্যাংক শাখা কর্তৃক আইএফবিসি দায় সৃষ্টি করে শাখা থেকে ডকুমেন্টস এন্ডোর্স করে বন্দর থেকে মালামাল ছাড়করানো হয়।
- এক্ষেত্রে Export Oriented খাত ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ডেফার্ড এলসি না খোলার বিষয়ে ১৩-০৬-২০১২ খ্রি: তারিখে ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ২৮৩তম সভার নির্দেশনা উপেক্ষিত হয়েছে ।
- স্থাপিত উক্ত ঋণপত্রের মার্জিন অবশিষ্ট ৮০% অর্থ আমদানিকৃত তুলা বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ফান্ড বিল্ড আপ করার শর্ত থাকলেও গ্রাহক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন অর্থ জমা না করেই পুনরায় ২৩-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখের পত্রে ১৮০দিন বিলম্বে মূল্য পরিশোধের শর্তে অস্ট্রেলিয়া হতে কাঁচা তুলা আমদানির লক্ষ্যে ১টি ডেফার্ড এলসি মূল্য ১১,৪০,৮৮০.৫০ ইউএস ডলার সমপরিমাণ ৮৯৪.০০ লক্ষ টাকা খোলার আবেদন করে।
- গ্রাহকের আবেদন ও শাখার প্রস্তাবনা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের প্রত্যাশায় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনক্রমে ৩০-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখে ১টি ঋণপত্র নং(০০০১/১৩/০২/০১২১)খোলা হয়। যা ০৫-০৮-২০১৩ খ্রি: তারিখে ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ৩৩২তম সভায় অনুমোদন প্রদান করা হয়।
- ঢাকা ব্যাংক হতে সংগৃহীত ১৮-০৭-২০১৩ খ্রি: তারিখের প্রত্যয়ন অনুযায়ী গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সুরুজ মিয়া স্পিনিং মিলস এর শ্রেণীকৃত দায় ২৬-০৬-২০১৩ খ্রি: তারিখে পুন:তফসিলকরণের মাধ্যমে নিয়মিত হয়েছে মর্মে জানা যায়।
- পুনরায় ব্যাংক শাখা আইএফবিসি দায় সৃষ্টি করে শাখা থেকে ডকুমেন্টস এন্ডোর্স করে বন্দর থেকে মালামাল ছাড় করানো হয়। কিন্তু গ্রাহক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত তুলা বিক্রি করলেও ব্যাংকে অর্থ জমা না করে ফান্ড অন্যত্র স্থানান্তর করায় মেয়াদোত্তীর্ণ বিল মূল্য পরিশোধে বিলম্ব হলে নেগোশিয়েটিং ব্যাংক কর্তৃক অগ্রণী ব্যাংকের নস্ট্রো হিসাব হতে বিলমূল্য ডেবিট করে নেয়।
- পরবর্তীতে ৩টি ডেফার্ড এলসি নং-০০০১-১৩-০২-০০৪৬, ০০৪৮, ০১২১ তারিখ: ২৩-০৪-২০১৩ খ্রি: ও ২৮-০৮-২০১৩ খ্রি: এর বিপরীতে সৃষ্ট আমদানি দায় ১৮১৮.৮০ লক্ষ টাকা ২২-০৪-২০১৪ খ্রি: তারিখে গ্রাহকের অনুকূলে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু গ্রাহক অর্থ পরিশোধে বিরত থাকায় গ্রাহকের নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত সাউথইস্ট ব্যাংকের ৩টি চেক (৪১৮.০০ লক্ষ + ৬৭৫.০০ লক্ষ + ২৮০.০০ লক্ষ =১৩৭৩.৫০ লক্ষ টাকা) ০৯-০৯-২০১৪ খ্রি: তারিখে ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে ফান্ড স্বল্পতার কারণে তা প্রত্যাখাত হয়।

- নতুন গ্রাহকের ব্যবসায়িক পারফরম্যান্স যাচাই না করে সহজামানত ব্যতীত ২০% মার্জিনে দ্রুততার সাথে ডেফার্ড এলসি স্থাপনের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্ট ডিমান্ড লোন আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৮১৮.৮০ লক্ষ (আঠার কোটি আঠার লক্ষ আশি হাজার) টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৯"এ দেয়া হ'ল)।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ঋণ পরিশোধে গ্রাহকের অনীহা।
- আমদানীকৃত তুলা বিক্রি করে ঋণ হিসাবে জমা না করা ।
- জামানত না রাখা এবংচেক সমুহ প্রত্যাখাত (Dishonoured) হওয়া।

ফলাফল ঃ

- ২০% মার্জিনে দ্রুততার সাথে ডেফার্ড এলসি স্থাপনের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্ট ডিমান্ড লোন আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, চেক ডিজঅনার হওয়ায় ২৩.০৯.২০১৪খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের অনুকূলে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে।পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে এন.আই.এ্যাক্টের অধীনে গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়া পরবর্তীতে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনিয়মের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অনাদায়ী অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানো আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনাম: গ্রাহকের এনসিসি ব্যাংকের দায় অধিগ্রহণসহ বিএমআরই কল্পে নতুন ঋণ প্রদান করে দায় বৃদ্ধি এবং তা আদায়ে ব্যর্থতায় মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত দায় ১৭৭১.৯২ লক্ষ টাকা বন্ধ প্রকল্প থেকে আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লি:, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৪-০৮-২০১৪খ্রি: হতে ২২-১০-২০১৪খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে এম আর ডাইং এন্ড ফিনিসিং এর প্রকল্প ও সিসি হাইপো ঋণ নথি এবং লোন কার্ড পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ১৮-১০-২০১০খ্রি: তারিখে প্রধান শাখার মঞ্জুরীপত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/এমআর /১২৫/১০ এর মাধ্যমে শাখার ঋণ গ্রহীতা এম আর ডাইং এন্ড ফিনিসিং প্রো:) লিমিটেড এর অনুকূলে ১০(দশ) বছর মেয়াদে এনসিসি ব্যাংকের বিদ্যমান দায় ৭৫৭.০০ লক্ষ টাকা (মেয়াদী দায় ৬৫৭.০০ লক্ষ + সিসি হাইপো ১০০.০০ লক্ষ) ও বিএমআরই কল্পে ৬৮৩.০০ লক্ষ (মেয়াদী ঋণ ৪৯১.০০ লক্ষ + সিসি হাইপো ১৯২.০০ লক্ষ) টাকাসহ মোট ১৪৪০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়।
- মঞ্জুরীপত্রে বিদ্যমান ঋণ অধিগ্রহণের ৩ মাসান্তে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে অর্থাৎ ০১-০৩-২০১১খ্রি: হতে এবং বিএমআরই ঋণ ৩২টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে। মেয়াদী ঋণ বিতরণের ১ম তারিখের ২৭তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তিতে পরিশোধ এবং সিসি হাইপো ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ১২মাসের মধ্যে পরিশোধের শর্তারোপ করা হয়।
- কিন্তু গ্রাহকের মেয়াদী মূলধন ঋণ হিসাবে কিস্তি প্রতি ২৯.৫৮ লক্ষ টাকা হিসাবে আদায়যোগ্য ১৪ কিস্তি(১ম কিস্তি আদায়যোগ্য ০১-০৩-২০১১খ্রি: হতে) বাবদ ৪১৪.১৭ লক্ষ টাকার মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক মাত্র ৪৬.৪৯ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং বিএমআরই ঋণ হিসাবে কিস্তি প্রতি ১৩.১৬ লক্ষ টাকা হিসাবে আদায়যোগ্য ০৪ কিস্তি(১ম কিস্তি আদায়যোগ্য ২২-০৮-২০১৩খ্রি: হতে) বাবদ ৫২.৬২ লক্ষ টাকার মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক ঋণ হিসাবে কোন অর্থই জমা করা হয়নি।
- প্রকল্প ঋণের বাস্তবায়নকালীন ও রেয়াতী সময়ের নির্ণীত সুদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধের শর্ত থাকলেও গ্রাহক কর্তৃক কোন অর্থই পরিশোধ করা হয়নি।
- প্রধান শাখার ১৯-০১-২০১১খ্রি: তারিখের পত্র নং-প্রশা/ঋণ/সিসি/এমআর/২৪/২০১১ এর মাধ্যমে গ্রাহকের সিসি হাইপো ঋণ সীমা ১৯২.০০ লক্ষ টাকা ৩০-১২-২০১১ খ্রি: মেয়াদে মঞ্জুরী প্রদান ও বিতরণ করা হলেও গ্রাহক কর্তৃক উক্ত হিসাবে কোন লেনদেন পরিচালনা এবং হিসাবটি নবায়ন করা হয়নি। ফলে ৩০-০৬-২০১৪খ্রি: পর্যন্ত উক্ত হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত দায় স্থিতি ৪৭৬.৩৫ লক্ষ টাকা মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত হয়েছে।
- প্রাথমিক জামানতের বিপরীতে শাখা কর্তৃক ০৬-০৩-২০১১খ্রি: তারিখে গ্রাহকের পক্ষে তিতাস গ্যাস কোম্পানীর অনুকূলে ১৮.৪২ লক্ষ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি(নং এল/২২২৯/১১) ০৫-০৩-২০১৬খ্রি: তারিখ মেয়াদে ইস্যু করা হয়েছে(নন-ফান্ডেড দায়)।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী মাসিক স্টক রিপোর্ট, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র এবং সকল প্রকার ঝুঁকির জন্য বন্ধকীকৃত প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, মালামাল ও প্রকল্প ভবনের বীমা পলিসি নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।
- সমুদয় পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে শাখা হতে ০৯-০৯-২০১২খ্রি: তারিখে গ্রাহককে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করে ৩০-০৯-২০১২খ্রি: তারিখে এবং ২১-০৪-২০১৩খ্রি: তারিখে লিগ্যাল নোটিশ জারী করা হয়েছে।বন্ধ প্রতিষ্ঠানের পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আর কোন অগ্রগতি নথিতে পাওয়া যায়নি।
- সুতরাং ১৮-১০-২০১০খ্রি: তারিখের মঞ্জুরীপত্রের বিশেষ শর্ত নং-২ অনুযায়ী আরও ৩(তিন) কোটি টাকার সহায়ক জামানত গ্রহণ না করা এবং বেসরকারি ব্যাংকের দায় অধিগ্রহণসহ নতুন দায় সৃষ্টি করে মোট দায় বৃদ্ধি করা হলেও ঋণ আদায় নিশ্চিত না হলেও ব্যাংকের ক্ষতি নিশ্চিত হয়েছে।
- ৩১-০৮-২০১৪খ্রি: তারিখের হিসাব অনুযায়ী মেয়াদী ঋণের স্থিতি (১০৪৯.৭৯+২২৭.৩৬)=১২৭৭.১৫ লক্ষ, সিসি হাইপো ঋণের স্থিতি ৪৭৬.৩৫ লক্ষ টাকা ও ব্যাংক গ্যারান্টি ১৮.৪২ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ১৭৭১.৯২ লক্ষ (সতের কোটি একাত্তর লক্ষ বিরানব্বই হাজার) টাকা খেলাপী দায় আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১০"এ দেয়া হ'ল)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ঋণ পরিশোধে গ্রাহকের অনীহা।
- জামানত দ্বারা ঋণ আবৃত্ত না রাখা।

ফলাফল ঃ

- মেয়াদী ঋণের স্থিতি, সিসি হাইপো ঋণের স্থিতি ও ব্যাংক গ্যারান্টি খেলাপী দায় আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, ঋণসমূহ আদায়ের লক্ষ্যে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অচিরেই অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- যাচাই বাছাই না করে অন্য ব্যাংকের দায় অধিগ্রহণ এবং নতুন ঋণ প্রদান করে মোট দায় বৃদ্ধির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং সত্বর সমুদয় দায় আদায় করে জবাব অডিটকে জানানো আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ-১২।

শিরোনাম ঃ মেয়াদোত্তীর্ণ আমদানী এলসি'র মাধ্যমে সৃষ্ট লীম (Loan Against Imported Merchandise) এর দায় অনাদায়ী থাকা অবস্থায় পুনরায় লীম সৃষ্টি, সৃষ্টকৃত লীম এর দায় পূন: তফসীলের শর্ত মোতাবেক আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ২১৮৭.৫৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৪-০৮-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৩-১১-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে রিকভারী এন্ড এনপিএ ম্যানেজমেন্ট শাখা, বোর্ড সভার নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়,

- আমিন কোর্ট কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স ডেল্টা স্পিনার্স লিমিটেডের অনুকুলে ভারত হতে তুলা আমদানীর লক্ষ্যে ঋণপত্র নং-০০০৪১১০১০২২২তাং-০১-০৮-১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে লীম ঋণ ৪২/১১ সৃষ্টি করে ২,৩৩,৩৪,৯২৮ টাকা, ০০০৪৪০১০২৫১ তাং-২৫-০৮-১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে লীম ঋণ ৪৮/১১ সৃষ্টি করে ২,৫৭,৪২,১৫৬ টাকা, ০০০৪১১০১০২৬৭ তাং-১৯-০৯-১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে লীম ঋণ ২১/১১ সৃষ্টি করে ২,৯০,৭৬,২৮৯ টাকা, ০০০৪১১০১০৩০১ তাং-১৭-১০-১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে লীম ঋণ ৫৫/১১ সৃষ্টি করে ২,৯০,৪৬,০৫৭ টাকা, ০০০৪১১০১০৩৩৪ তাং-২৯-১১-১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে লীম ঋণ ০১/১২ সৃষ্টি করে ২,৭৬,১১,৩৫৪ টাকা, ০০০৪১২০১০০৭০ তাং-০৭-০৩-১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে লীম ঋণ ২৩/১২ সৃষ্টি করে ২,৭২,৪২,৬৫৯ টাকা, ০০০৪১২০১০১০৫ তাং-২৪-০৪-১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে লীম ঋণ ২৬/১২ সৃষ্টি করে ২,২২,৭১,৯২৮ টাকা, ০০০৪১২০১০১১৮ তাং-১০-০৫-১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে লীম ঋণ ২৯/১২ সৃষ্টি করে ২,৫৩,৭৪,৭৭৭ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- উক্ত ঋণের দায় খেলাপী ঋণে পরিণত হলে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশনের পত্র নং-বিডি/বিএমএ/১৩/৮৯ এর মাধ্যমে সবগুলি লীম ঋণ এর দায় একীভূত করে হালনাগাদ সুদসহ ৩০-১২-২০১৩ খ্রিঃ মেয়াদে ১ম পুনঃ তফসীল করা হয়।
- ১ম পুনঃ তফসীল মোতাবেক ঋণ আদায় না হওয়ায় কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশনের ৩০-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের সূত্র নং-বিডি/বিএমএ/১৩/১৬৯৮ এর মাধ্যমে বিদ্যমান দায় স্থিতি ২১০০.০১ লক্ষ টাকা ৯ মাস বৃদ্ধি করে ৭টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে ৩০-০৯-২০১৪ খ্রিঃ মেয়াদে ২য় বার পুনঃ তফসীল করা হয়। পুনঃ তফসীল মোতাবেক ১ম কিস্তি পরিশোধের তারিখ ৩১-০৩-২০১৪ খ্রিঃ নির্ধারণ করা হয়।
- গ্রাহকের ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় ১ম পুনঃ তফসীলের শর্ত মোতাবেক ঋণ আদায় না হওয়ায় ২বার পুনঃ তফসীল করা হয়। ২য় পুনঃ তফসীলের শর্তাবলী-৫ মোতাবেক ডাউন পেমেন্ট বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকার চেক জানুয়ারী-২০১৪ এবং ২০০.০০ লক্ষ টাকার চেক ফেব্রুয়ারী-২০১৪ তারিখের মধ্যে নগদায়নের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকের ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় উক্ত সময়ে কোন অর্থ নগদায়ন করা হয় নাই। অর্থাৎ ডাউপেমেন্ট ব্যতিরেকেই ঋণটির ২য় বার পুনঃ তফসীল করা হয়েছে।
- গ্রাহকের ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় যে, ২য় পুনঃ তফসীলের ১ম কিস্তি কর্তনের তারিখ ৩১-০৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৬টি কিস্তি প্রতিটি ৩ কোটি টাকা হারে ৩১-০৮-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট হতে আদায়যোগ্য ১৮ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় করা হয়েছে মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা।
- গ্রাহকের নথি এবং সিএল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পূর্বে সৃষ্ট লীম এর দায় অনাদায়ী থাকা অবস্থায় নতুন করে লীম ঋণ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ আইবিপি দায় থাকা অবস্থায় লীম ঋণ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- লীম ঋণের মাধ্যমে আমদানীকৃত কাঁচা তুলা বিক্রয় করে ঋণের দায় সমন্বয়ের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমানে উক্ত তুলা গুদামে রক্ষিত আছে কিনা এতদসংক্রান্ত কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- পুনঃতফসীলের শর্ত-৫ মোতাবেক দাখিলকৃত চেক নগদায়ন না হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই।
- ফলে ৩১-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ঋণ অনাদায়ী ২১,৮৭,৫৩,৯৪০.০০ (একুশ কোটি সাতাশি লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার নয় শত চল্লিশ) টাকা অনাদায়ী রয়েছে **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১১"এ দেয়া হ'ল)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- পূর্বে সৃষ্ট লীম এর দায় অনাদায়ী থাকা অবস্থায় নতুন করে লীম ঋণ সৃষ্টি করা।
- আমদানীকৃত কাঁচা তুলা বিক্রয় করে ঋণের দায় পরিশোধ না করা।
- গ্রাহক কর্তৃক পূনঃতফসীল সুবিধা বাস্তবায়ন না করা।

ফলাফল ঃ

- মেয়াদোত্তীর্ণ আমদানী এলসি'র মাধ্যমে সৃষ্ট লীম এর দায় অনাদায়ী থাকা অবস্থায় পুনরায় লীম সৃষ্টি, সৃষ্টকৃত লীম এর দায় পুনঃ তফসীলের শর্ত মোতাবেক আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, অনাদায়ী ঋণ আদায়ের বিষয়ে শাখার জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকের শীর্ষ পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক করে শীঘ্র অনাদায়ী/খেলাপী দায় পরিশোধ করবেন মর্মে অঙ্গীকার করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ঋণের অনাদায়ী দায় আদায় করতঃ নিরীক্ষা কে জানানো আবশ্যক।
- পূর্বে সৃষ্ট লীম এর দায় অনাদায়ী থাকা অবস্থায় নতুন করে লীম ঋণ সৃষ্টি করার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৩।

শিরোনাম: শর্তানুযায়ী ব্যাংক গ্রাহকের প্রকল্পে অর্থায়ন সম্পূর্ণ করলেও গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের কোন অর্থই আদায় ব্যতিরেকে পুন:তফসিলের সুযোগ প্রদান করেও তা আদায়ে ব্যর্থতায় খেলাপী দায় ১৪৬৮.০০ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লি:, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি: হতে ২২-১০-২০১৪ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে জয়িতা পোলট্রি ফিড (প্রা:) লিমিটেড এর প্রকল্প ঋণ নথি এবং লোন কার্ড পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- পাটুলী, বেলাবো, নরসিংদীতে পোলট্রি ফিড, ফিস ফিড, ডিম ও কার্ল বার্ড শিল্প কারখানা স্থাপনকল্পে জয়িতা পোলট্রি ফিড (প্রা:) লিমিটেড এর প্রকল্পটি সার্বিক দিক দিয়ে ভায়াবেল বিবেচনায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২৯-০৪-২০১০ খ্রি: তারিখে রমনা কর্পোরেট শাখার পত্র নং-রমনা/অগ্রিম/প্রকল্প/১০/১০ এর মাধ্যমে ৭(সাত) বছর মেয়াদে (১২মাস বাস্তবায়ন ও ৬মাস রেয়াতী সময়সহ) ৫০:৫০ ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতে মোট ৯১৪.০০ লক্ষ টাকা মেয়াদী মূলধন ঋণ গ্রাহকের অনুকূলে মঞ্জুর করা হয় ।
- পরবর্তীতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণ প্রস্তাবটি রমনা কর্পোরেট শাখা হতে প্রধান শাখায় ২৩-০৬-২০১০ খ্রি: তারিখে স্থানান্তর করা হয় এবং প্রধান শাখার মঞ্জুরীপত্র নং প্রশা/ঋণ/ প্রকল্প/ জয়িতা/ ১২৩/১০, তারিখ ০৭-১০-২০১০ খ্রি: এর মাধ্যমে পূর্তখাতে বর্ধিত ৮০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ৯৯৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। প্রকল্পের অনুকূলে ৮৮৮.০০ লক্ষ টাকা ঋণ ০৪-০৭-২০১০খ্রি: হতে ৩১-১০-২০১১খ্রি: পর্যন্ত সময়ে বিতরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্র অনুযায়ী ১ম কিস্তি আদায়যোগ্য হয় ০৩-০৪-২০১২ খ্রি: তারিখে। পরবর্তীতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ১ম কিস্তি আদায়যোগ্যের তারিখ পুন:নির্ধারণ করা হয় ০৪-০৬-২০১৩ খ্রি: তারিখে । কিন্তু কিস্তি পরিশোধের সময় ১৪মাস বর্ধিত করা হলেও গ্রাহকের মেয়াদী মূলধন ঋণ হিসাবে আদায়যোগ্য ০৬ কিস্তি (কিস্তি প্রতি ৯৫.৩৮ লক্ষ টাকা) বাবদ ৫৭২.২৮ লক্ষ টাকার মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক ঋণ হিসাবে কোন অর্থই জমা করা হয়নি।
- প্রকল্প ঋণের বাস্তবায়নকালীন ও রেয়াতী সময়ের সুদ নির্ণীত হলেও তা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধের শর্ত থাকলেও গ্রাহক কর্তৃক কোন অর্থই পরিশোধ করা হয়নি।
- গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে পুন:তফসিলের প্রস্তাব ব্যাংক পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তির জন্য প্রেরণ করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৩-০৮-২০১৪ খ্রি: তারিখের পত্রে অন্যূন ৫% ডাউন পেমেন্ট নগদে গ্রহণ সাপেক্ষে ১ম কিস্তি ৩০-১২-২০১৪ খ্রি: তারিখে আদায়যোগ্য গণ্য করে গ্রাহকের ঋণ হিসাবটির মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করে পুন:তফসিলের অনাপত্তি প্রদান করা হয়। বিষয়টি শাখা কর্তৃক ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি: তারিখে গ্রাহককে অবহিত করা হলেও গ্রাহক কর্তৃক ঋণ হিসাবে অদ্যাবধি কোন অর্থই জমা করা হয়নি।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিবেশ বান্ধব কিনা এতদসংশ্লিষ্ট পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সংগ্রহ নিশ্চিত করা হয়নি এবং সকল প্রকার ঝুঁকির জন্য বন্ধকীকৃত প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, মালামাল ও প্রকল্প ভবনের বীমা পলিসি গ্রহণের আবশ্যকতা থাকলেও তা গ্রহণ করা হয়নি। যা প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক উভয়ের স্বার্থ পরিপন্থী।
- শর্তানুযায়ী প্রকল্পে কমপক্ষে ১৩৬জন লোক নিয়োগের প্রমাণক পাওয়া যায়নি। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন (উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ) শাখার মাধ্যমে নিশ্চিত না করায় ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময় হলেই কিস্তির অর্থ ঋণ হিসাবে সমন্বয় নিশ্চিত হয়নি।
- ৩০-০৯-২০১৪ খ্রি: তারিখের হিসাব অনুযায়ী মেয়াদী ঋণের মোট খেলাপী দায় স্থিতি ১৪৬৮.০০ (চৌদ্দ কোটি আটষট্টি লক্ষ) টাকা আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১২"এ দেয়া হ'ল)।**

অনিয়মের কারণ ঃ

- ঋণ পরিশোধে গ্রাহকের অনীহা।
- ঋণের গ্রাহক কর্তৃক পূন:তফসীলিকরণ সুবিধা গ্রহন না করা।
- জামানত দ্বারা ঋণ আবৃত্ত না রাখা।

ফলাফল ঃ

- ঋণের কোন অর্থই আদায় ব্যতিরেকে পূনঃতফসীলের সুযোগ প্রদান করেও তা আদায়ে ব্যর্থতায় খেলাপী দায় আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, ব্যাংকের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- সত্বর সমুদয় দায় আদায় করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৪।

শিরোনামঃ বিতরণকৃত দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প ও সিসি হাইপো ঋণ আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত দায় ১৪২৫.২৮ লক্ষ টাকা অনাদায়ে ব্যাংকের ক্ষতি।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৪-০৮-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২২-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে স্নো হোয়াইট কটন লিমিটেড এর প্রকল্প ও সিসি হাইপো ঋণ নথি ও লোন কার্ড পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- আকরান, বিরুলিয়া, সাভারে একটি ১০০% রপ্তাণীমুখী নীট গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনকল্পে স্নো হোয়াইট কটন লিমিটেড এর প্রকল্পটি সার্বিক দিক দিয়ে ভায়াবেল বিবেচনায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২২-০৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রধান শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/স্নো হোয়াইট/৮৬/২০০৮ এর মাধ্যমে ৭(সাত) বছর মেয়াদে (৬মাস বাস্তবায়ন ও ৬মাস রেয়াতী সময়সহ) ৫৫:৪৫ ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতে মোট ৯.৬৮ কোটি টাকা (মেয়াদী ঋণ ৮.৪৩ কোটি ও সিসি হাইপো ১.২৫ কোটি) গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- মঞ্জুরীপত্রে ২৫টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে মেয়াদী ঋণ বিতরণের ১ম তারিখের ১৩তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তিতে পরিশোধ এবং সিসি হাইপো ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ১২মাসের মধ্যে পরিশোধের শর্তারোপ করা হয়, কিন্তু গ্রাহকের মেয়াদী হিসাবে আদায়যোগ্য ১৪টি কিস্তি বাবদ ৭,৪৯,৫৮,২০৪ টাকার মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক মাত্র ৭৭.৫৮ লক্ষ টাকা মেয়াদী হিসাবে জমা করা হয়েছে। সর্বশেষ ১৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পর গ্রাহক কর্তৃক ঋণ হিসাবে কোন অর্থ জমা করা হয়নি।
- ১.২৫ কোটি টাকার সিসি হাইপো ঋণের জন্য ব্যাংক বিধি অনুযায়ী অতিরিক্ত সহায়ক জামানত প্রদানের শর্ত থাকলেও তা শাখা কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়নি। মঞ্জুরী পত্রের সাধারণ শর্ত ০৭(৪) অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রকল্পে ৭২৮ জন লোক নিয়োগ সংশ্লিষ্ট প্রমাণক নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।
- প্রকল্প সমাপ্তির পর বাণিজ্যিক উৎপাদন সফলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে চলতি মূলধন ঋণ বিতরণযোগ্য। কিন্তু চলতি মূলধন হিসাব হতে ১৪-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদী প্রকল্প হিসাবে ২৫,০০,০০০ টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাংক কর্তৃক যোগানকৃত চলতি মূলধনের অংশ গ্রাহক ব্যবসায় বিনিয়োগ না করে প্রকল্প ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী মাসিক স্টক রিপোর্ট, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র এবং সকল প্রকার ঝুঁকির জন্য বন্ধকীকৃত প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, মালামাল ও প্রকল্প ভবনের বীমা পলিসি নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।
- ৩১-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের হিসাব অনুযায়ী মেয়াদী ঋণের স্থিতি ১২৭৫.০০ লক্ষ এবং সিসি হাইপো ঋণের স্থিতি ১৫০.২৮ লক্ষ সর্বমোট ১৪২৫.২৮ লক্ষ (চৌদ্দ কোটি পঁচিশ লক্ষ আটাশ হাজার) টাকা খেলাপী দায় আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৩"এ দেয়া হ'ল)।

অনিয়মের কারণ :

- ঋণ পরিশোধে গ্রাহকের অনীহা।
- ব্যাংক কর্তৃকযোগানকৃত চলতি মূলধনের অংশ গ্রাহক ব্যবসায় বিনিয়োগ না করে প্রকল্প ঋণ পরিশোধ করা।

ফলাফল :

- মেয়াদী ঋণের স্থিতি এবং সিসি হাইপো ঋণের স্থিতিসহ খেলাপী দায় আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, খেলাপী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে ২২-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে খেলাপী কিস্তি পরিশোধ করে ঋণ হিসাব নিয়মিত করার তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সমুদয় ঋণ আদায়ের লক্ষে প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করত: অডিটকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৫।

শিরোনাম: সক্ষম উদ্যোক্তা নির্বাচনে ব্যর্থতায় বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প বন্ধ থাকায় বিতরণকৃত দীর্ঘ মেয়াদী মূলধন ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণ আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত দায় অনাদায়ে ব্যাংকের ক্ষতি ৭০৬.৩৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লি:, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি: হতে ২২-১০-২০১৪ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মেসার্স রেক্স মার্ক নিটেক্স লিমিটেড এর প্রকল্প ও সিসি হাইপো ঋণ নথি, লোন কার্ড ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- উত্তর কলমা, সাভার, ঢাকায় একটি গ্রে-নীট ফেব্রিক্স তৈরীর শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনকল্পে মেসার্স রেক্স মার্ক নিটেক্স লিমিটেড এর প্রকল্পটি সার্বিক দিক দিয়ে টেকসই বিবেচনায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ০৯-০২-২০১১ খ্রি: তারিখে প্রধান শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/রেক্সমার্ক/১৪১/২০১১ এর মাধ্যমে ০৬(ছয়) বছর মেয়াদে (৬ মাস বাস্তবায়ন ও ৬ মাস রেয়াতী সময়সহ) ৫৫:৪৫ ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতে মোট ৫২৫.০০ লক্ষ টাকা (মেয়াদী মূলধন ঋণ ৫.০০ লক্ষ ও চলতি মূলধন ঋণ ০.২৫ লক্ষ) গ্রাহকের অনুকূলে মঞ্জুর করা হয়।
- উদ্যোক্তারা বয়সে তরুন, শিক্ষিত, নিটিং মিল পরিচালনায় ১১ বছর ও ট্রেডিং ব্যবসা পরিচালনায় ৯/১০ বছরের অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করলেও বাস্তবে তাদের সক্ষমতা যাচাই ব্যতিরেকে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। নতুন গার্মেন্টস শিল্প ব্যবসায়ী হিসাবে ১২-০৭-২০১০ খ্রি: সালে প্রধান শাখায় চলতি হিসাব খুলে ঋণের আবেদন এবং ০৯-০২-২০১১ খ্রি: তারিখে ঋণ মঞ্জুরি মোতাবেক মেয়াদী মূলধন ঋণ ৫০০.০০ লক্ষ ও চলতি মূলধন ঋণ ২৫.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু দুজন পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক একে অন্যের বিরুদ্ধে কারখানায় ভাংচুর, লুট, ডাকাতি, অর্থ আত্মসাৎ, যন্ত্রপাতি অন্যত্র স্থানান্তর, মালামাল বিক্রি, থানায় মামলা দায়ের ইত্যাদি অভিযোগ ১০-০১-২০১৩ খ্রি: ও ২৫-০২-২০১৩ খ্রি: তারিখে ব্যাংকে দাখিল করে।
- মঞ্জুরীপত্রে ২০টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে মেয়াদী ঋণ বিতরণের ১ম তারিখের ১৫তম মাস হতে ১ম কিস্তি ও ৭২তম মাসে শেষ কিস্তিতে পরিশোধ এবং সিসি হাইপো ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ১২মাসের মধ্যে পরিশোধের শর্তারোপ করা হয়।
- কিন্তু প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদন অক্টোবর/২০১১ মাসে শুরু হলেও গ্রাহকের মেয়াদী হিসাবে কিস্তি প্রতি ৪০,৮৯,৩৯৭ লক্ষ টাকা হিসাবে আদায়যোগ্য ০৯টি কিস্তি(১ম কিস্তি ১৩.০৯.২০১২খ্রি: হতে) বাবদ ৩৬৮.০৫ লক্ষ টাকার মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক মাত্র ১.৬৭ লক্ষ টাকা মেয়াদী হিসাবে জমা করা হয়েছে।
- চলতি মূলধন ঋণ হিসাবটি ৩১-১২-২০১২খ্রি: তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও দীর্ঘদিন নবায়ন ও লেনদেন করা হয়নি। ৩১-০৮-২০১৪ খ্রি: তারিখে সীমাতিরিক্ত ৬.৮১ লক্ষ টাকাসহ মেয়াদোত্তীর্ণ দায় স্থিতি ৩১.৮১ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- মঞ্জুরী পত্রের সাধারণ শর্ত ০৮(৩) অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রকল্পে ৮০ জন লোক নিয়োগ সংশ্লিষ্ট প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।তাছাড়া মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী মাসিক স্টক রিপোর্ট ও পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র নথিতে পাওয়া যায়নি।
- ৩১-০৮-২০১৪ খ্রি: তারিখের হিসাব অনুযায়ী মেয়াদী মূলধন ঋণের স্থিতি ৬৭৪.৫৫ লক্ষ এবং চলতি মূলধন ঋণের স্থিতি ৩১.৮১ লক্ষ সহ সর্বমোট ৭০৬.৩৬ (সাত কোটি ছয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার) টাকা খেলাপী দায় বন্ধ প্রকল্প হতে আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৪"এ দেয়া হ'ল)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- সক্ষম উদ্যোক্তা নির্বাচনে ব্যর্থতা, প্রকল্প বন্ধ থাকা এবং গ্রাহক এর ঋণ পরিশোধে অনীহা।
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালকদের মধ্যে মতপার্থক্য।

ফলাফল ঃ

- মেয়াদী মূলধন ঋণের স্থিতি এবং চলতি মূলধন ঋণের স্থিতিসহ খেলাপী দায় বন্ধ প্রকল্প হতে আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, খাতকের বিরুদ্ধে ০৫-১১-২০১৩ খ্রি: তারিখে ৭০৩.৪৯ লক্ষ টাকা দাবী করে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা (নং-৩১৭/১৩) দায়ের করা হয়েছে। ২৯-১০-২০১৪ খ্রি: তারিখে মামলার জবাব দাখিলের দিন ধার্য আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে মামলা দ্রুত নিস্পত্তি করে ঋণের অর্থ আদায় করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৬।

শিরোনাম: গ্রাহকের এনসিসি ব্যাংকের দায় অধিগ্রহণসহ বিএমআরই কল্পে নতুন ঋণ প্রদান করে দায় বৃদ্ধি এবং তা আদায়ে ব্যর্থতায় মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত দায় অনাদায়ে ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন ১২৭৬.৬৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লি:, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি: হতে ২২-১০-২০১৪ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রফেসি এ্যাপারেলস (প্রা:) লিঃ এর প্রকল্প ও সিসি হাইপো ঋণ নথি এবং লোন কার্ড ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ১০০% রপ্তানিযোগ্য নীট গার্মেন্টস তৈরী শিল্প প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে ২৭৫ জনের কর্মসংস্থান, ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি ও ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির যৌক্তিকতায় ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ১৮.১০.২০১০খ্রি: তারিখে প্রধান শাখার মঞ্জুরীপত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/প্রফেসি/১২৬/১০ এর মাধ্যমে শাখার ঋণ গ্রহীতা প্রফেসি এ্যাপারেলস (প্রা:) লিঃ এর এর অনুকূলে ১০(দশ) বছর মেয়াদে এনসিসি(ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স) ব্যাংকের বিদ্যমান দায় ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা মেয়াদী দায় অধিগ্রহণ ও বিএমআরই প্রকল্পে নতুন ৪৫০.০০ লক্ষ (মেয়াদী ঋণ ২৬৫.০০ লক্ষ + সিসি হাইপো ১৮৫.০০ লক্ষ) টাকাসহ মোট ৮০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়।
- মঞ্জুরীপত্রে বিদ্যমান ঋণ অধিগ্রহণের ৩ মাস পর হতে ১ম কিস্তি ও ১২০তম মাসে শেষ কিস্তি পরিশোধযোগ্য এবং বিএমআরই ঋণ ৩২টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে। ঋণ বিতরণের ১ম তারিখের ২৭তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তিতে পরিশোধ এবং সিসি হাইপো ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ১২মাসের মধ্যে পরিশোধের শর্তারোপ করা হয়।
- কিন্তু গ্রাহকের মেয়াদী মূলধন ঋণ হিসাবে কিস্তি প্রতি ১৫.৭১ লক্ষ টাকা হিসাবে আদায়যোগ্য ১৪ কিস্তি (১ম কিস্তি আদায়যোগ্য ০১-০৩-২০১১ খ্রি: হতে) বাবদ ২১৯.৯৪ লক্ষ টাকার মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক মাত্র ৩৭.৯১ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে(সর্বশেষ পরিশোধের তারিখ: ২৯-১২-২০১১ খ্রি:) এবং বিএমআরই ঋণ হিসাবে কিস্তি প্রতি ১৯.৩২ লক্ষ টাকা হিসাবে আদায়যোগ্য ০৬ কিস্তি(১ম কিস্তি আদায়যোগ্য ২৫-০৪-২০১৩ খ্রি: হতে) বাবদ ১১৫.৯২ লক্ষ টাকার মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক ঋণ হিসাবে কোন অর্থই জমা করা হয়নি।
- বিএমআরই ঋণের বাস্তবায়নকালীন ও রেয়াতী সময়ের নির্ণীত সুদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধের শর্ত থাকলেও গ্রাহক কর্তৃক কোন অর্থই পরিশোধ করা হয়নি।
- প্রধান শাখার ১৯-০১-২০১১ খ্রি: তারিখের পত্র নং-প্রশা/ঋণ/সিসি/প্রফেসী/২৩/২০১১ এর মাধ্যমে গ্রাহকের সিসি হাইপো ঋণ সীমা ১৮৫.০০ লক্ষ টাকা ২৩-১২-২০১১ খ্রি: মেয়াদে মঞ্জুরী প্রদান ও বিতরণ করা হলেও গ্রাহক কর্তৃক উক্ত হিসাবে কোন লেনদেন পরিচালনা এবং হিসাবটি নবায়ন করা হয়নি। ফলে ৩০-০৬-২০১৪ খ্রি: পর্যন্ত উক্ত হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত দায় স্থিতি ৩১১.২৫ লক্ষ টাকা মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত হয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্রের বিশেষ শর্তানুযায়ী দায়বদ্ধ মজুদ দ্রব্যের বিবরণী (মাসিক স্টক রিপোর্ট) যথাযথ অনুমোদিত প্রতিনিধির স্বাক্ষরসহ পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে গ্রাহক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শাখার নিকট কখনই দাখিল করা হয়নি।
- সমুদয় পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে শাখা হতে ০৯-০৯-২০১২ খ্রি: তারিখে গ্রাহককে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করে ৩০-০৯-২০১২ খ্রি: তারিখে লিগ্যাল নোটিশ জারী করা হয়েছে, কিন্তু প্রায় দুবছর প্রতিষ্ঠানের পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আর কোন অগ্রগতি নথিতে পাওয়া যায়নি।
- সুতরাং ১৮-১০-২০১০ খ্রি: তারিখের মঞ্জুরীপত্রের বিশেষ শর্ত নং-২ অনুযায়ী আরও ২০০.০০ লক্ষ টাকার সহায়ক জামানত গ্রহণ না করা এবং বেসরকারি ব্যাংকের দায় অধিগ্রহণসহ নতুন দায় সৃষ্টি করে মোট দায় বৃদ্ধি করা হলেও ঋণ আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।
- ৩১-০৮-২০১৪ খ্রি: তারিখের হিসাব অনুযায়ী মেয়াদী ও বিএমআরই ঋণের স্থিতি (৫৩১.৬৪ + ৪৩৩.৭৫) = ৯৬৫.৩৯ লক্ষ এবং সিসি হাইপো ঋণের স্থিতি ৩১১.২৫ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ১২৭৬.৬৪ লক্ষ (বার কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ চৌষট্টি হাজার) টাকা খেলাপী দায় আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৫"এ দেয়া হ'ল)।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ঋণ পরিশোধে গ্রাহকের অনীহা।
- জামানত না রাখা ।

ফলাফল ঃ

- বিএমআরই ঋণের স্থিতি এবং সিসি হাইপো ঋণের স্থিতিসহ খেলাপী দায় আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, ঋণসমূহ আদায়ের লক্ষ্যে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।অচিরেই অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- যাচাই বাছাই না করে অন্য ব্যাংকের দায় অধিগ্রহণ এবং নতুন ঋণ প্রদান করে মোট দায় বৃদ্ধির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং সত্বর সমুদয় দায় আদায় করে অডিটকে জানানো আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ-১৭।

শিরোনাম ঃ মেয়াদোত্তীর্ণ এলসি'র দায় অনাদায়ী থাকা অবস্থায় পুনরায় এলসি স্থাপন, উক্ত দায় নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ না করায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের মেয়াদোত্তীর্ণ ও শ্রেণীবিন্যাসিত দায় পুনঃ তফসীলের পরও আদায়ের ব্যর্থতায় ব্যাংকের অনাদায়ী ৬৫৬.৭৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৪-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৩-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশনের নথি, সিএল বিবরণী পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশনের পত্র নম্বর বিডি/বিএমএ/১১/১৩১২ তারিখ-০৪/১২/২০১১ এর মাধ্যমে বি-ওয়াপদা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স আলবি টেক্সটাইল লিঃ এর অনুকুলে কটন ইয়ার্ণ আমদানীর লক্ষ্যে ২০% মার্জিনে ১২০ দিন মেয়াদে ১৫ কোটি টাকা ঋণপত্র (ক্যাশ) সীমা অনুমোদন প্রদান করা হয়।
- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বি-ওয়াপদা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স আলবি টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর অনুকুলে ২৮-০২-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৪-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ঋণপত্র নম্বর ০০৩৩১২০২০০১৭ হতে ঋণপত্র নম্বর ০০৩৩১২০২০০৩৪ পর্যন্ত ১৮টি এলসির মাধ্যমে অপর প্রতিষ্ঠান তৈয়্যবা রোটোর এন্ড স্পিনিং মিলস লিঃ হতে সুতা আমদানীর লক্ষ্যে ১২০ দিন মেয়াদে ১৮টি লোকাল এলসি স্থাপন করা হয়। গ্রাহকের অঙ্গীকার অনুযায়ী স্থাপনকৃত এলসি মূল্য গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ না করায় ঋণ পত্র নং-০০৩৩১২০২০০১৭,-১৮,-১৯,-২০,-২১,-২২,-২৩,-২৫ এর মূল্য ২২-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ডিমান্ড লোন নং-০৬/১২ সৃষ্টি করে এডভাইসিং ব্যাংকের দায় বাবদ ৩,২৭,৯৭,০০০ টাকা, ঋণপত্র নং-০০৩৩১২০২০০২৬-৩০ এর মূল্য ২৩-০৭-২০১৩ খ্রিঃ ডিমান্ড লোন নং-০২/১৩ সৃষ্টি করে ১,৭৬,২৭,৬০০ টাকা, ঋণপত্র নং-০০৩৩১২০০৩২-৩৪ এর মূল্য ০৯-১২-১৩ খ্রিঃ তারিখে ডিমান্ড লোন নং-০১/১৩ সৃষ্টি করে ১,১৩,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৩টি ডিমান্ড লোন একীভূত করে ৬,৩৪,৫৫,৯৪৬ টাকার ডিমান্ড লোন নং-০৩/১৩ সৃষ্টি করা হয়।
- সৃষ্টকৃত ডিমান্ড লোনের দায় আদায়ের লক্ষ্যে কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশনের ২৬-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের বিডি/বিএমএ/১৩/১৪৬৭ পত্রের মাধ্যমে খেলাপী ৬,৩৪,৫৫,৯৪৬ টাকা আদায়ের লক্ষ্যে ২৬-১২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০১ (এক) বছর মেয়াদে ১২টি কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে পুনঃ তফসীল করা হয়। পুনঃ তফসীলের শর্ত-১ মোতাবেক প্রতিটি মাসিক কিস্তির পরিমাণ ৫৭,১১,০৩৫ টাকা। কিস্তি কর্তনের তারিখ ২৮-০১-১৪ খ্রিঃ হতে কার্যকর হবে।
- পুনঃতফসীলের শর্ত-৩ এ উল্লেখ রয়েছে পর পর ০৩টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে এ পুনঃ তফসীল সুবিধা বাতিল হবে। গ্রাহকের ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩১-০৮-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ঋণ হিসাবে আদায়যোগ্য ৪,৫৬,৮৮,২৮০ টাকা হলেও গ্রাহক ঋণ হিসাবে কেবলমাত্র ৫৫,১৪,০০০ টাকা জমা প্রদান করেছেন। অর্থাৎ (৪,৫৬,৮৮,২৮০ - ৫৫,১৪,০০০) বা ওভারডিউ দায় ৪,০১,৭৪,২৮০ টাকা এবং ৩১-০৮-১৪ খ্রিঃ তারিখে ঋণস্থিতি ৬,৫৬,৭৩,৭০১ (ছয় কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাত শত এক) টাকা **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৬"এ দেয়া হ'ল)**।
- পুনঃতফসীলকৃত ঋণের বিপরীতে সম্পূর্ণ ঋণাংকের জন্য ১২টি অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক গ্রহণের নির্দেশনা থাকলেও উক্ত চেক নগদায়ন না হওয়ায় ব্যাংক কর্তৃক কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই।

অনিয়মের কারণ ঃ

- যথাযথভাবে যাচাই বাছাই না করেই এলসি স্থাপন, মেয়াদোত্তীর্ণ এলসির দায় অনাদায়ী থাকা অবস্থায় নতুন এলসি স্থাপন এবং এবং গ্রাহকের ব্যবসার অবস্থা ভালভাবে যাচাই না করেই এলসি স্থাপন করায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়েছে।
- মেয়াদোত্তীর্ন এলসির দায় অনাদায়ী থাকা অবস্থায় নতুন এলসি স্থাপন করা।
- আমদানীকৃত মালামাল বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধ না করা।
- গ্রাহক কর্তৃক পূনঃ তফসীল সুবিধা বাস্তবায়ন না করা।

ফলাফল ঃ

- সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের মেয়াদোত্তীর্ণ ও শ্রেণীবিন্যাসিত দায় পুনঃ তফসীলের পরও আদায়ের ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, গ্রাহকের অনুকুলে মেয়াদোত্তীর্ণ দায় পরিশোধের জন্য শাখা কর্তৃক মৌখিক ও লিখিত ভাবে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া গ্রাহক উক্ত দায়সমূহ ২য় বার পুনঃ তফসীলের জন্য ২৬-০২-১৪ খ্রিঃ, ০৭-০৪-১৪ খ্রিঃ ও ২৯-০৬-১৪ খ্রিঃ তারিখে আবেদন করেছেন। গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখা কর্তৃক মেমো উপস্থাপন করা হলে পরিচালনা পর্ষদ সার্কুলার মোতাবেক ডাউন পেমেন্ট পরিশোধ পূর্বক মেমো উপস্থাপন করার জন্য সুপারিশ করে যা গ্রাহককে জানানো হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ঋণের দায় আদায় করত: নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- মেয়াদোত্তীর্ন এলসির দায় অনাদায়ী থাকা অবস্থায় নতুন এলসি খোলার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারন করত: বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৮।

শিরোনাম: নতুন গ্রাহকের বেসরকারি দুটি ব্যাংকের বিদ্যমান দায় নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ পরবর্তী ঋণ বিতরণের শর্ত পরিপালন না করেই ঋণ সুবিধা প্রদান এবং পরবর্তীতে বিতরণকৃত ঋণ Call back করার সিদ্ধান্ত হলেও আদায় অনিশ্চিত ৪৬৪.৩৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লি:, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি: হতে ২২-১০-২০১৪ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে এএইচবি প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর বিভিন্ন ধরণের কার্টুন, ব্যাক বোর্ড, নেক বোর্ড (পলিসহ) ইত্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবসার প্রকল্প, সিসি হাইপো ও এলটিআর নথি, লোন কার্ড ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ১৫-০৬-২০১১ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ২২৭তম ব্যাংক পর্ষদ সভার অনুমোদনক্রমে ২৭-০৬-২০১১ খ্রি: তারিখে প্রধান শাখার মঞ্জুরীপত্র নং-প্রশা/ঋণ/এএইচবিপ্যাকেজিং/১৫৭/২০১১ এর মাধ্যমে শাখার গ্রাহক এএইচবি প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর বিদ্যমান দায় ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধ পরবর্তী প্রকল্পের বিএমআরই কল্পে মোট ৯৫০.০০ লক্ষ টাকা, ৪৫:৫৫ ঋণ ইক্যুইটি অনুপাতে (মেয়াদী ঋণ ৫৫০.০০ লক্ষ + সিসি হাইপো ১০০.০০ লক্ষ+এলটিআর ৩০০.০০ লক্ষ) ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- মঞ্জুরিপত্রের বিশেষ শর্ত-১১ অনুযায়ী গ্রাহকের অন্য ব্যাংকের দায়দেনা তথা এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড এবং স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের বিদ্যমান দায়দেনা ৭১৪.০০ লক্ষ টাকা(ফান্ডেড ২৪৭.০০ লক্ষ টাকা ও নন-ফান্ডেড ৪৬৭.০০ লক্ষ টাকা) গ্রাহক কর্তৃক নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধের ৩(তিন) দিন পর অগ্রণী ব্যাংকের ঋণ বিতরণযোগ্য হবে।
- কিন্তু ব্যাংক শাখা উক্ত শর্তের ব্যত্যয় করে নতুন গ্রাহককে ৩০% মার্জিনে ঋণপত্র সুবিধা, সিসি হাইপো ঋণ ও আংশিক মেয়াদী ঋণের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের অনুমোদিত ঋণ সীমা ৫৫০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৪.০৭.২০১২ ও ১৩.১২.২০১২ খ্রি: তারিখে পূর্ত খাতে মোট ৬০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।কিন্তু প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় অতিক্রান্ত হলেও গ্রাহক কর্তৃক পূর্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়নি এবং প্রকল্পের কোন যন্ত্রপাতিও সংগ্রহ করা হয়নি।
- মঞ্জুরিপত্রের বিশেষ শর্ত-১৮ অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পরীক্ষামূলক উৎপাদন নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে চলতি মূলধন ঋণ (সিসি হাইপো) বিতরণযোগ্য।কিন্তু উক্ত শর্তের ব্যত্যয় করে ২৫-০১-২০১২ খ্রি: হতে সিসি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২৪-০১-২০১৩ খ্রি: তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও হিসাবটি নবায়ন করা হয়নি। ফলে ৩০-০৯-২০১৪ খ্রি: পর্যন্ত উক্ত হিসাবে সীমাতিরিক্তসহ মেয়াদোত্তীর্ণ দায় স্থিতি ১২৩.৫৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিজনক মানে শ্রেণীকৃত হয়েছে।
- শাখার নতুন গ্রাহকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পূর্বেই ২৬-০১-২০১২ খ্রি: হতে ১৬-০৭-২০১২ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে ৩০% মার্জিনে প্যাকেজিং মালামাল সংগ্রহের লক্ষ্যে মোট ৪৫২.২০ লক্ষ টাকার ১১টি স্থানীয়/বৈদেশিক আমদানি ঋণপত্র স্থাপন এবং মার্জিন অবশিষ্ট এলটিআর সৃষ্টি করে মালামালের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।
- কিন্তু শর্তানুযায়ী গ্রাহক ৯০ দিনের মধ্যে এলটিআর দায় পরিশোধ করেনি এবং উক্ত আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে গ্রাহক শাখায় কোন রপ্তানি বিলও দাখিল করেনি। ১ম বার পুন:তফসিলের সুবিধা প্রদান করা হলেও তা কার্যকর হয়নি। পরবর্তীতে ৩০-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে ক্রেডিট কমিটির সুপারিশের আলোকে এলটিআর দায় ২৫১.০৫ লক্ষ টাকা ৩১.১০.২০১৩খ্রি: মেয়াদে পুন:তফসিল করা হলেও গ্রাহক কর্তৃক ৭২.০০ লক্ষ টাকার মাত্র ১টি কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছে। সুতরাং পুন:তফসিলের শর্তানুযায়ী পর পর দুটি কিস্তি পরিশোধ না করায় উক্ত সুবিধা বাতিল হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী কর্তৃক গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট রেটিং সম্পাদন করা হয়নি। ঋণ বিতরণের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সংগ্রহের আবশ্যকতা থাকলেও তা নিশ্চিত করা হয়নি এবং সকল প্রকার ঝুঁকির জন্য বীমা পলিসি গ্রহণ করা হয়নি, যা ব্যাংক ও কোম্পানী উভয়ের স্বার্থ পরিপন্থী।
- গ্রাহকের নিকট হতে গৃহীত অগ্রিম চেক ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে তহবিল স্বল্পতার কারণে তা ডিজঅনার হওয়ায় শাখা কর্তৃক গ্রাহকের বিরুদ্ধে এনআই এ্যাক্টের আওতায় মামলা (নং-২৪২৮/১৩ তারিখ: ০৪.১২.২০১৩ খ্রি:)দায়ের করা হয়েছে। এক্সিম ব্যাংকের কাওরান বাজার শাখার ২৭-১১-২০১৩ খ্রি: তারিখের পত্র হতে দেখা যায় যে, উক্ত শাখায় গ্রাহকের

১৭৫.০০ লক্ষ টাকার মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত দায় রয়েছে এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে এনআই এ্যাক্টের আওতায় ২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

- শাখা হতে ২৭-০৩-২০১৪ খ্রি: তারিখে উল্লিখিত দায়দেনা ১৫দিনের মধ্যে ফেরৎ প্রদানের(Call back) জন্য ঋণ গ্রহীতাকে অনুরোধ করা হলেও নিরীক্ষাকালীন (৩০-০৯-২০১৪ খ্রি:) তা আদায় নিশ্চিত হয়নি। কিন্তু সমুদয় পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি।
- ৩১-০৭-২০১৪ খ্রি: তারিখের হিসাব অনুযায়ী মেয়াদী ঋণের স্থিতি ৮০.৫০ লক্ষ, সিসি হাইপো ঋণের স্থিতি ১২৩.৫৫ লক্ষ ও এলটিআর দায় স্থিতি ২৬০.৩১ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৪৬৪.৩৬ লক্ষ (চার কোটি চৌষট্টি লক্ষ ছত্রিশ হাজার) টাকা খেলাপী দায় আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৭"এ দেয়া হ'ল)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ক্রেডিট রেটিং ব্যতীত ঋণ প্রদান।
- গ্রাহক কর্তৃক ঋণ পূন:তফসীলিকরণ বাস্তবায়ন না করা।
- আগাম চেক ফেরৎ আসা (Dishonoured) এবং ঋণ পরিশোধে গ্রাহকের অনীহা।

ফলাফল ঃ

- **বিতরণকৃত ঋণ** Call back **করার** সিদ্ধান্ত হলেও আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, দায় আদায়কল্পে ১১.০৭.২০১৪খ্রি: তারিখে নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- যাচাই বাছাই না করে অন্য ব্যাংকের দায় অধিগ্রহণ এবং নতুন ঋণ প্রদান করে মোট দায় বৃদ্ধির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং সত্বর সমুদয় দায় আদায় করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়

(চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-২০১৪ সালের চূড়ান্ত হিসাবের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য

বিবরণঃ- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয় ঢাকা এর ২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষা (সিএ ফার্ম)-কে ০৩/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ২০১৪ সালের হিসাবের ওপর ২৭/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ব্যাংকের সাধারণ বার্ষিক সভায় ২০১৪ সালের হিসাব ০৪/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়।উক্ত আর্থিক বিবরণী বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক মূল্যায়নের পর অনুচ্ছেদভিত্তিক মন্তব্য নিম্নে প্রদান করা হলো ।

অনুঃ০১।

শিরোনামঃ প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক পর্যালোচনায় ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণী পরিশিষ্ট-১ এ দেখানো হলো। উক্ত বিবরণী যাচাইয়ান্তে দেখা যায় যে, ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে মোট আমানতের পরিমাণ , মোট ঋণ ও অগ্রিম এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ১০.১১%, ১৫.৮৩% এবং ১.৫৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে মোট সংখ্যা ২২টি বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে মোট লাভজনক শাখার সংখ্যা ২৭টি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লোকসানী শাখার সংখ্যা ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ২৬টি শাখা হতে ২১টি তে হ্রাস পেয়েছে। এমতাবস্থায় , আমানত ও বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতঃ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুঃ-০২

শিরোনামঃ প্রতিষ্ঠানটির আয়-ব্যয়/লাভ-ক্ষতি প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ সিএ ফার্ম কতৃক নিরীক্ষিত Profit and Loss Account পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আয়-ব্যয়/লাভ-ক্ষতির একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে মোট আয় ও মোট ব্যয় যথাক্রমে ১.৩৯% ও ১.৫৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ব্যয়ের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে মোট লাভ-ক্ষতির পরিমাণ ০.৯৪% লাভ ও মোট প্রভিশনের পরিমাণ ১৮.৭৭% বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১৩ সালের নীট লাভ (কর পরবর্তী) ৯০৪.৯০ কোটি এবং ২০১৪ সালের নীট লাভ (কর পরবর্তী) ১৯৮.৬১ কোটি অর্থাৎ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে নীট লাভ (কর পরবর্তী) হ্রাস পেয়েছে।

সম্ভাব্য সবক্ষেত্রে ব্যয় নিয়ন্ত্রণপূর্বক প্রভিশনের পরিমাণ কমিয়ে আয় বৃদ্ধি করতঃ নীট লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

অনুঃ-০৩

শিরোনামঃ প্রতিষ্ঠানটির ঋণ, অগ্রিম ও শ্রেণীবিন্যাসিত সংক্রান্ত।

মন্তব্যঃ সিএ ফার্ম কতৃক নিরীক্ষিত ৩১/১২/২০১৪ তারিখের স্থিতিপত্র (নোট-৭) অনুযায়ী আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ, অগ্রিম ও শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট-৩** এ দেখানো হল। উক্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ এবং শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫.৮৩% ও ১০.৭৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ১১৮৩.৪৩ কোটি হ্রাস পেয়েছে। অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের পরিমাণ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ৩৮.০৯% হ্রাস পেয়েছে। অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ০৪

শিরোনামঃ প্রতিষ্ঠানটির অবলোপনকৃত ঋণ প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ ৩১-১২-২০১৪ খ্রিঃ অডিটরস্ রিপোর্টের ৭.৯ অনুচ্ছেদে পুঞ্জীভূত অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ ৪৯৬৭.৫৪ কোটি টাকা। উক্ত টাকার মধ্যে আদায় হয়েছে মাত্র ৩৭.৭০ কোটি টাকা, যা অবলোপনকৃত ঋণের নামমাত্র ০.৭৫% অবলোজপনকৃত ঋণ আদায়ের পরিমান আরও কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহন করা আবশ্যক।

অনুঃ-০৫

শিরোনামঃ প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট ব্যাংকের পাওনা প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ বিবিধ দেনাদার খাতে অর্থাৎ অডিটরস্ রিপোর্টের ৯.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে ২০১৪ সালের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট ব্যাংকের পাওনা রয়েছে ১.২২ কোটি টাকা এবং অন্যান্য দেনাদারদের নিকট পাওনা রয়েছে ৯০.৭২ কোটি টাকা। ব্যাংকের দীর্ঘদিনের পাওনা বাবদ ৯১.৯৪ কোটি টাকা আদায়ের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ-০৬

শিরোনামঃ প্রতিষ্ঠানটির স্থিতিপত্রে Sundry Deposits খাত প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ সিএ ফার্ম কতৃক নিরীক্ষিত ৩১/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে Sundry Deposits (নোট ১১.৪.১.১) খাতে ৯৬৭.২৫ কোটি টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকা জমা রাখার কারণ ব্যাখ্যাসহ সুর্নিদিষ্টভাবে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো আবশ্যক।

অনুঃ-০৭

শিরোনামঃ প্রতিষ্ঠানটির স্টেটমেন্ট অব অ্যাফেয়ার্স পর্যালোচনা প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির সর্বশেষ ৩১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে স্টেটমেন্ট অব অ্যাফেয়ার্স পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১২ নং অনুচ্ছেদে অন্যান্য দায় খাতে ব্যাংকের নিকট-

ক) সানড্রিক্রেডিটরস খাতে ১০৭.৯২ কোটি টাকা দীর্ঘদিন যাবত সমন্বয় করা হয়নি। যা দ্রুত সমন্বয় করা আবশ্যক।

খ) উৎসে আয়কর ও ভ্যাট খাতে আদায়কৃত (৮৬.২৬+১১.১৫)কোটি= ৯৭.৪১ কোটি টাকা দ্রুত সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক। অন্যথায় প্রতিমাসে ২% হারে জরিমানা আরোপসহ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ আবশ্যক।

গ) এক্সাইজ ডিউটি খাতে ৩৮.৮১ কোটি টাকা দ্রুত সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ-০৮

শিরোনামঃ প্রতিষ্ঠানটির নিরীক্ষা আপত্তির বর্তমান অবস্থা প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষা আপত্তির বর্তমান অবস্থা পরিশিষ্ট-৫ এ দেখানো হলো। উক্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ৬৭৬ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২২১ টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৫৫ টি অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অডিটের সুপারিশ: প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় কমিয়ে এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্য সমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহন করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ জহুরুল ইসলাম)

মহাপরিচালক

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।